# কেয়ামতের বিবরণ।

BENGAL LIBRARY.
7 MAY 1922
WRITERS' BUILDINGS.
CALCUTTA.

ঢাকা, মোছলেম হাই স্কুলের প্রধান মৌলবী,
কতিপয় প্রসিদ্ধ আরবী গ্রন্থ প্রণেতা,
(নোয়াখালী-ফেনী নিবাসী)
মৌলবী মোহাম্মদ ওছমান
প্রণীত।

প্রকাশক :—
আবু ছইদ আহ্‌মাদোর্ রহমান,
৪১ নং কলুতা বাজার, ঢাকা।

প্রথম সংস্করণ।

১৩২৮ বাং, ১৩৪০ হিজরী।

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য ছয় আনা।

# সূচী।


| বিষয় | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| কেয়ামতের পূর্ব্ব লক্ষণ | ... | ... | ১ |
| নাছারাগণের কোস্তন্তনিয়া অধিকার | | ... | ৩ |
| হজরত ইমাম মেহদী ছাহেব | ... | ... | ৪ |
| ঘোরতর যুদ্ধ, কোস্তন্তনিয়া উদ্ধার... | | ... | ৯,-১১ |
| দজ্জালের প্রকাশ ; এক ইমানদার | | ... | ১১, ১৪ |
| হজরত ইছা নবির অবতরণ | ... | ... | ১৬ |
| এয়াজুজ মাজুজ বাহির হওয়া | ... | ... | ১৯ |
| দেশ বসিয়া যাওয়া, ধূম নির্গমন | ... | ... | ২৩ |
| দীর্ঘ রাত্রি, তওবার দরওয়াজা বন্ধ... | | ... | ২৩, ২৪ |
| দাব্বাতোল আরদ, জগৎ মোছলমান শূন্য | | | ২৪, ২৫ |
| অগ্নি, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান | ... | ... | ২৬, ২৭, [illegible] |
| হাশরের মাঠে, সূর্য্যের উত্তাপ | ... | ... | ৩০, ৩১ |
| মাকাম মাহমুদ, কছিদা | ... | ... | ৩৩, ৩৪ |
| আর্শ ও ফেরেস্তাগণের অবতরণ | ... | ... | ৩৭ |
| কাফেরগণের বিচার | ... | ... | ৪০ |
| শয়তানের বক্তৃতা, দোজখ | ... | ... | ৪৩, ৪৪ |
| মোছলমানগণের বিচার, তরাজু, পুল-ছেরাত | | | ৪৭, ৫১ |
| দোজখের স্তর, দোজখের ভয়ে কাঁদিতে থাক | | | ৫৩, ৫৬ |
| হজরতের সুপারিশ, কছিদা | ... | ... | ৫৭, ৬০ |
| বেহেস্ত, আল্লাহতালার দিদার | ... | ... | ৬২, ৬৪ |
| কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয়, গুণাহ কবিরা | | | ৬৬, ৬৮ |
| পরিশিষ্ট, বিধর্ম্মীদের প্রতি উপদেশ | | ... | ৬৯ |
| মোছলমান যুবকবৃন্দের প্রতি | ... | ... | ৭৭ |
| কছিদা, মোনাজাত | ... | ... | [illegible] |

# কেয়ামতের বিবরণ।

BENGAL LIBRARY.
7 MAY 1922
WRITERS' BUILDINGS.
CALCUTTA.

ঢাকা, মোছলেম হাই স্কুলের প্রধান মৌলবী,
কতিপয় প্রসিদ্ধ আরবী গ্রন্থ প্রণেতা,
(নোয়াখালী-ফেণী নিবাসী)
মৌলবী মোহাম্মদ ওছমান
প্রণীত।

প্রকাশক :—
আবু ছইদ আহ্‌মাদোর্ রহমান,
৪১ নং কলুতা বাজার, ঢাকা।

প্রথম সংস্করণ।

১৩২৮ বাং, ১৩৪০ হিজরী।

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত। মূল্য ছয় আনা।

এই কেতাবখানি এবং ইহার প্রণেতার

অন্যান্য আর্‌বী কেতাবাদি

পাইবার ঠিকানা ঃ—

১। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী,
ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।

২। মৌলবী কাজি করিমুল্লাহ
ফেণী বাজার।
পোঃ আঃ ফেণী, নোয়াখালী।

৩। মূল্য পাঠাইলে প্রকাশকও পাঠাইয়া থাকেন।

প্রকাশকের ঠিকানা ঃ—
আহ্‌মাদোর্‌ রহমান,
৪১ নং কল্‌তা বাজার, ঢাকা।

---

**Printed by S. A. Gunny,**
*At the Alexandra S. M. Press, Dacca.*

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহতালা পরম দাতা ও দয়ালু। তিনিই সমগ্র জগত, আকাশ, পাতাল, মানব, জীব-জন্তু ইত্যাদি সৃজন করিয়াছেন; এবং তাঁহার বাধ্য কি অবাধ্য সকলেরই আহারাদি যোগাইতেছেন। জ্ঞান প্রদান করিয়া মানবকে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। কেয়ামতের বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত করাইয়া আমাদিগকে যথেষ্ট সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রশংসা করা মানব ক্ষমতার বহির্ভূত।

আল্লাহতালার প্রিয় রছুল হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লাম) এবং তদীয় পরিজন ও সহচরবর্গের পবিত্র পদে এ অধম লক্ষ লক্ষ দরূদ পৌঁছাইতেছে; আল্লাহতালা তাঁহাদিগকে পরম সুখ-শান্তিতে রাখুন।

দিল্লীর শেষ সম্রাট বাহাদুর সাহের রাজত্ব কালে (১৮৩৭-১৮৫৭ খৃ), দিল্লী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞ আলেম, মাওলানা শাহ রফি উদ্দিন মরহুম ছাহেব, পারশ্য ভাষায় "আলামাতে কেয়ামত" নামক একখানি কেতাব লিখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় মোছলমান ভ্রাতা-ভগ্নিগণ কেয়ামতের বিবরণ সহজে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে, উক্ত কেতাবখানির সার মর্ম্ম সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া দিলাম। এতৎ প্রসঙ্গে 'মেশ্‌কাত শরিফ' ও অন্যান্য কেতাবও আলোচিত হইয়াছে। উপসংহারে কতকগুলি আবশ্যক বিষয় এবং উপদেশ সংযোজিত হইল।

কেতাব খানার বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি কল্পে বন্ধুবর কাজি ওয়ায়েজ উদ্দিন আহমদ ছাহেব আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আল্লাহতালার সমীপে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেছি।

ঢাকা,
১৩২৮ বাং, ১৩৪০ হিজরী।

মোহাম্মদ ওছমান।

# সূচী।


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| কেয়ামতের পূর্ব্ব লক্ষণ … … | ১ |
| নাছারাগণের কোস্তন্তনিয়া অধিকার … | ৩ |
| হজরত ইমাম মেহদী ছাহেব … … | ৪ |
| ঘোরতর যুদ্ধ, কোস্তন্তনিয়া উদ্ধার… … | ৯,-১১ |
| দজ্জালের প্রকাশ ; এক ইমানদার … | ১১, ১৪ |
| হজরত ইছা নবির অবতরণ … … | ১৬ |
| এয়াজুজ মাজুজ বাহির হওয়া … … | ১৯ |
| দেশ বসিয়া যাওয়া, ধূম নির্গমন … … | ২৩ |
| দীর্ঘ রাত্রি, তওবার দরওয়াজা বন্ধ… … | ২৩, ২৪ |
| দাব্বাতোল আরদ, জগৎ মোছলমান শূন্য | ২৪, ২৫ |
| অগ্নি, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান … … | ২৬, ২৭, ২ |
| হাশরের মাঠে, সূর্য্যের উত্তাপ … … | ৩০, ৩১ |
| মাকাম মাহমুদ, কছিদা … … | ৩৩, ৩৪ |
| আর্শ ও ফেরেস্তাগণের অবতরণ … … | ৩৭ |
| কাফেরগণের বিচার … … | ৪০ |
| শয়তানের বক্তৃতা, দোজখ … … | ৪৩, ৪৪ |
| মোছলমানগণের বিচার, তরাজু, পুল-ছেরাত | ৪৭, ৫১ |
| দোজখের স্তর, দোজখের ভয়ে কাঁদিতে থাক | ৫৩, ৫৬ |
| হজরতের সুপারিশ, কছিদা … … | ৫৭, ৬০ |
| বেহেস্ত, আল্লাহতালার দিদার … … | ৬২, ৬৪ |
| কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয়, গুণাহ কবিরা | ৬৬, ৬৮ |
| পরিশিষ্ট, বিধর্ম্মীদের প্রতি উপদেশ … | ৬৯ |
| মোছলমান যুবকবৃন্দের প্রতি … … | ৭৭ |
| কছিদা, মোনাজাত … … | [illegible] |

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# কেয়ামতের বিবরণ।

আল্লাহ্‌তালার শেষ পয়গাম্বর, আমাদের পেয়ারা নবী করিম (ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লাম) কেয়ামতের অনেক আলামত বা লক্ষণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ ঐ সকল আলামতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলি, তৎপর বড়গুলি প্রকাশ পাইবে। ঐ সকলের মধ্যে, হজরত রছুল করিমের জন্মগ্রহণ ও পরলোক গমন ও একটী আলামত। কারণ তাঁহার মৃত্যুর পর পৃথিবীতে আর কোন পয়গাম্বর প্রেরিত হইবেক না।

قَالَ صلعم : اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ (بقبض الْعُلَمَاءِ) وَ يَكْثُرَ الْجَهْلُ وَ يَكْثُرَ الزِّنَا وَ يَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ يَقِلَّ الرِّجَالُ وَ يَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ اِمْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ * قَالَ صلعم : اِذَا اتُّخِذَ الْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكٰوةُ مَغْرَمًا وَ تُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَ اَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ عَقَّ اُمَّهُ وَ اَدْنٰى صَدِيْقَهُ وَ اَقْصٰى اَبَاهُ وَ ظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَ سَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ - وَ كَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ - وَ اُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَ ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَ شُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَ لَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا - فَارْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَ زَلْزَلَةً وَ خَسْفًا وَ اٰيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ *

কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে হজরত রছুল করিম ( ছঃ ) বলিয়াছেন : আলেমের সংখ্যা কমিয়া যাইবে ; অতএব দিনী এল্‌ম শিক্ষা প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবে। মূর্খ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। কেহই মাতা পিতার কথা মানিবে না, বরং তাহাদিগকে অশেষ কষ্ট ও যাতনা দিবে। মাতার অবাধ্য হইবে, অথচ স্ত্রীর কথা মানিয়া চলিবে। পিতাকে তাড়াইয়া দিবে, অথচ বন্ধু বান্ধব কে নিকটে স্থান দিবে। দুনিয়ার সুখের জন্য দিনী এল্‌ম শিক্ষা করিবে। অন্যের গচ্ছিত বা আমানতি ধন আত্মসাৎ করিতে বিন্দুমাত্র ভীত হইবে না। জেহাদ বা ধর্ম্ম-যুদ্ধ -লব্ধ দ্রব্য সকল ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় না করিয়া, সর্দ্দারগণ তাহা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবে। মালের জাকাৎ দেওয়া জরিমানা দেওয়ার মত মনে করিবে। অপরের সহিত সাক্ষাৎ কালে ছালাম না করিয়া দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিবে। নিজ অনিষ্টের আশঙ্কায় বেসরাই ও বিধর্ম্মী লোকদিগকে সন্মান করিবে। মিথ্যাচরণের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে, এমন কি মিথ্যাচরণ কে বাহাদুরি ও বুদ্ধি মানের কার্য্য বলিয়া মনে করিবে। মিথ্যা হাদিছ, মিথ্যা ধর্ম্ম ও শরিয়ৎ বিরুদ্ধ কার্য্য উন্নতি লাভ করিবে। পরবর্ত্তী লোকেরা পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদের নিন্দা করিবে। পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত বাড়িয়া যাইবে যে, একটী পুরুষকে অন্ততঃ ২০ বা ৫০টী স্ত্রীলোকের সাংসারিক কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবে। জেনা বা পর স্ত্রী গমনকারির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। লোক প্রকাশ্য ভাবে সরাব পান করিবে। সুদ খোর ও ঘুষ খোরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। গান, বাদ্য, কৌতুক ও আমোদ প্রমোদের অতি প্রচলন হইবে। লোকের লজ্জা থাকিবে না। মছ্‌জিদে উচ্চ

পাইবে বটে, কিন্তু ইহাতে এবাদত বন্দেগী অতি কমই হইবে। সুন্দর সুন্দর বৈঠক খানা উঠাইবে, অথচ মছুজিদ ঘর বেমেরামত ও ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বিদ্যা শিক্ষায় অধিক মনোযোগী হইবে। নালায়েক বা অনুপযুক্ত লোকের হস্তে বড় বড় কার্য্যের ভার অর্পিত হইবে। মুর্খ ও অসভ্য লোক বিচার কার্য্য করিবে। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা কর্ত্তা বা নেতা হইবে। কাজেই অত্যাচার উৎপীড়নের মাত্রা এত বাড়িয়া যাইবে যে, তাহার প্রতিকার সাধন অসাধ্য হইবে। অত্যাচার, অবিচার ও পার্থিব কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া, লোক সকল স্ব স্ব মৃত্যু কামনা করিবে। ঐ সকল ঘটনার পর ঝড়, ভূমিকম্প, দেশ বসিয়া যাওয়া ও শিলা বর্ষণ ইত্যাদি অনেক দুর্ঘটনা ঘটিতে থাকিবে। এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার ভীষণ দুর্ঘটনা সকল এইরূপ ভাবে ঘটিতে থাকিবে যে, যেন তছ্বীর রশি ছিড়িয়া তাহার দানাগুলি পর পর খসিয়া পড়িতে থাকে।

এই সময়ে ইছাই বা নাছারা গণ বহুদেশ আক্রমণ ও হস্তগত করিবে। আরব ও শ্যাম দেশে আবু ছুফিয়ানের বংশীয় একব্যক্তি প্রকাশ পাইবে। এবং তদ্দারা বহু ছৈয়দ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবেন। ইহার রাজত্ব শ্যাম ও মিশর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

এই সময় একদল নাছারার সহিত রূমের সোল্‌তানের যুদ্ধ ঘটিবে। অপর একদল নাছারা উক্ত মোছল্‌মান বাদশাহের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, তাঁহার সাহায্য করিবে। এই যুদ্ধে নাছারাগণ জয়লাভ করিয়া, মোছলমান বাদশাহের রাজধানী কোস্তন্তানিয়া নগরী অধিকার করিবে। বাদ্‌শাহ স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্যাম দেশে চলিয়া যাইবেন। অতঃপর উক্ত

সেনাগণ এক বড় যুদ্ধে ভীষণ রক্তপাতের পর শত্রুগণকে পরাজিত করিবেন।

উক্ত যুদ্ধাবসানে একদা মোছলমান বাদশাহের দলভুক্ত এক নাছারা সেনা বলিয়া উঠিবে, "ইছাই ধর্ম্মের বর্কতেই উক্ত জয়লাভ ঘটিয়াছে।" ইহাতে তর্কবিতর্ক হইয়া জনৈক মোছলমান সেনা তাহাকে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিবে, "কিছুতেই না, এছ্লাম ধর্ম্মের বর্কতেই জয় লাভ হইয়াছে।" ইহাতে উভয় দলের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া, পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে ও তৎপর সমস্ত নাছারা একত্র হইয়া মোছলমানগণের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। এই যুদ্ধে বাদশাহ এবং বহু মোছলমান সহিদ হইবেন। নাছারাগণ শ্যাম দেশ হস্তগত করিবে, এবং তাহাদের রাজত্ব মদিনা শরীপের নিকটবর্ত্তী 'খায়বর' দেশ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিবে।

হজরত নবী করিম (ছঃ) আরও বলিয়া গিয়াছেন, "এক দস্তর খানায় খাওয়ার জন্য যেরূপ একে অন্যকে আহ্বান করিয়া থাকে, মোছলমান রাজত্ব গুলি স্ব স্ব অধিকার ভুক্ত করিবার জন্য কাফের রাজাগণ ও একে অন্যকে সেইরূপ আহ্বান করিবে। এই সময় মোছলমান গণের প্রতাপ উঠিয়া যাইবে; কারণ তখন তাহারা আল্লাহ-তালাকে ভুলিয়া, দুনিয়ার মমতায় লিপ্ত থাকিবে।

উৎপীড়িত অবশিষ্ট মোছলমান সৈন্যগণ উপস্থিত বিপদমুক্তির আশায় মদিনা শরিফ ফিরিয়া আসিবেন। এই বিপদোদ্ধার নিমিত্ত মোছলমানগণ হজরত ইমাম মেহ্দী ছাহেব কে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিবেন। হজরত ইমাম মেহদী ছাহেব বাস্তবিক তখন মদিনা শরিফেই অবস্থান করিবেন। কিন্তু লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া, পাছে খলিফা বা বাদশাহ পদে বরণ করতঃ তাঁহার উপর এত বড় মহৎ কার্য্যের ভার

আসিবেন। এই সময় প্রধান প্রধান আওলিয়া ও আব্দালগণ ও তাঁহার অনুসন্ধান করিতে থাকিবেন।

সুযোগ বুঝিয়া তখন কেহ কেহ মিথ্যা মেহ্দী সাজিতে আরম্ভ করিবে। এই পর্য্যন্ত ৮২ বা ৮৩ জন ইমাম মেহ্দী বলিয়া দাবী করিয়া থাকিবে। লক্ষ লক্ষ লোক কাহারোও কাহারোও শিষ্য ভুক্ত হইবে; কিন্তু অবশেষে সকলই কৃত্রিম মেহ্দী বলিয়া গন্য হইবে।

অতঃপর হজরত মেহ্দী ছাহেব মক্কাস্থ রোকন এবং মাকাম ইব্রাহিমের মধ্যে খানা কাবার তাওয়াফ করিতেছেন, এই অবস্থায় একদল পুণ্যাত্মা লোক তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিবেন; এবং তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহার হস্তে বায়ত (বশ্যতা স্বীকার) করিবেন; এবং তাঁহাকে খলিফা বা বাদশাহ্ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। এই ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ হইবে। হজরত ইমাম মেহ্দী ছাহেব লোক দিগকে বায়ত করার সময় উপস্থিত সর্ব্ব সাধারণ সকলেই এই আকাশবাণীটী শুনিতে পাইবেন:—

هــذا خليفة الله المهدى - فاستمعوا له و اطيعوا

অর্থাৎ, "এই ব্যক্তিই আল্লাহতালার মনোনীত সেই ইমাম মেহদী, সকলেই তাঁহার কথা মানিয়া তদনুসারে কার্য্য কর।"

হজরত ইমাম মেহ্দীর নিজের নাম 'মোহাম্মদ', মাতার নাম 'আমেনা' এবং পিতার নাম 'আবদুল্লা' থাকিবে। তিনি ছৈয়দ, হজরত বিবি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু অন্হার প্রিয় পুত্র হজরত ইমাম হাছনের বংশধর ও মদিনার অধিবাসী হইবেন।

হজরত ইমাম মেহদী (আঃ) কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকৃতি, বলবান ও গৌরবর্ণ হইবেন। তাঁহার স্বভাব প্রায় হজরত রছুল করিমের স্বভাবের ন্যায় হইবে। তিনি একটু তোত্লা হইবেন। এই জন্য কথা বলিতে বলিতে বিরক্তি ভরে সময় সময় হস্তদ্বারা ...

তিনি এল্‌ম লোদনী পাইবেন ; অর্থাৎ শিক্ষা ব্যতিরেকে ও খোদাতালা তাঁহাকে বিদ্যা দান করিবেন।

লোক সকল তাঁহার হস্তে যখন প্রথম বায়ত বা বশ্যতা স্বীকার করিবেন, তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর হইবে। ইহার পর তিনি মাত্র ৭ বা ৯ বৎসর জীবিত থাকিবেন। তিনি হজরত রছুল করিমের ছুন্নত তরিকা মতে চলিবেন ও পৃথিবীর নানা স্থানে এছ্‌লাম ধর্ম্ম বিস্তার করিবেন।

হজরত রছুল করিম ( ছঃ ) বলিয়াছেন, "মেহদী আমারই বংশধর ; আমার কন্যা ফতেমার পুত্র হাছনের বংশীয় হইবেন।"

اَلمَهْدِىُّ مِن عِتْرَتِى مِن اَولادِ حَسَن بن فاطمة - رض

হজরত ( ছঃ ) আরও বলিয়াছেন, "যেই পর্য্যন্ত আমার বংশধর একব্যক্তি আরব ও তদধীন মোছলমান বৃন্দের বাদ্‌শাহ না হইবে, সেই পর্য্যন্ত পৃথিবী ধ্বংস হইবে না। সেই ব্যক্তির নাম ও আমার নাম এবং তাঁহার পিতার নাম ও আমার পিতার নাম একই হইবে। তাঁহার রাজত্ব ৭ বৎসর স্থায়ী হইবে। পূর্ব্বে জগত যেরূপ অত্যাচার অবিচারে পূর্ণ ছিল, তদীয় রাজত্ব কালে সেইরূপ ন্যায় বিচারে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে।"

قالَ صلعم : لا تذهبُ الدنيا حتى يَملِكَ العربَ (ومَن تَبِعَهم من اَهل الاسلام) رجلٌ من اهل بيتى يُواطى اسمه اسمى و اسم ابيه اسمُ ابى - يَملأُ الارضَ قسطًا و عدلاً كما مُلِئَتْ ظلماً و جوراً - يَملِكُ سبعَ سنين ●

হজরত ইমাম মেহ্‌দী ( আঃ ) খলিফা হইয়াছেন, এই সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্রই মদিনা অবস্থিত মোছলমান সেনাগণ মক্কা শরীফে তৎসন্নিধানে উপনীত হইবেন। শ্যাম, এমন এবং

এরাক দেশীয় বড় বড় আওলিয়া ও আব্দালগণ তাঁহার হস্তে বায়ত করিয়া, তাঁহার দলভুক্ত হইবেন। আরবের অসংখ্য লোক ও তাঁহার সৈন্য দল ভুক্ত হইবেন। খানা কাবার সম্মুখস্থ মৃত্তিকায় প্রোথিত গুপ্ত ধন ভাণ্ডার নির্গত করিয়া, তিনি উহা মোছলমানগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবেন।

উক্ত সংবাদ মোছলমান রাজাগণের রাজ্যে প্রচারিত হওয়া মাত্র, খোরাছানের আমীর, হারেছ হার্‌রাছ, অসংখ্য সেনা সঙ্গে লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ যাত্রা করিবেন। মন্‌ছুর নামক এক ব্যক্তি তাঁহার সেনাপতি থাকিবেন। পথি মধ্যে যে সকল নাছারা ও বিধর্ম্মীরা তাঁহাকে গমনে বাধা প্রদান করিবে, তিনি তৎ সকলকে নিধন করিয়া হজরত ইমাম মেহদীর সহিত যোগদান করিবেন।

হজরত রছুল করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, "খোরাছান দেশ হইতে হারেছ হার্‌রাছ নামক এক ব্যক্তি রওয়ানা হইয়া আসিবেন; মনছুর নামক এক ব্যক্তি তাঁহার সেনাপতি হইবেন; তাঁহার সাহায্য করা প্রত্যেক মোছলমানের পক্ষেই কর্ত্তব্য।"

قَالَ صلعم : يَخْرُجُ رجلٌ من وَرَاءِ النهر (خراسان) يُقَالُ له الحارثُ حرَّاث - على مقدّمته رجل يقالُ له المنصورُ - وَجَبَ على كل مُؤمن نَصرُهُ ●

হজরত (ছঃ) বলিয়াছেন, "খোরাছান দেশ হইতে যখন কাল কাল পতাকা আসিতে দেখিবে, তখন নিশ্চয়ই তোমরা সেই দিকে দৌড়িয়া যাইবে; কারন তাহাতে আল্লাহতাআলার খলিফা মেহদীর নায়েব থাকিবেন।"

قَالَ صلعم : إذا رأيتُم الرايات السُّودَ قد جاءتْ من قِبَلِ

এই সময় উল্লিখিত সেই দুর্ব্বৃত্ত ছুপিয়ানী ( এই ব্যক্তি নবী বংশের পরম শত্রু, ইহার মাতা বনু কলবের বংশীয়া ) হজরত ইমাম মেহ্‌দী কে বধ করিবার জন্য ( যেহেতু তিনিও ছৈয়দ বংশীয়) এক দল প্রবল সৈন্য প্রেরণ করিবে। এই সমস্ত সৈন্য মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্ত্তী কোন পর্ব্বতের নিকটস্থ 'বায়দাজ' নামক স্থানে উপনীত হইলে, সদসৎ সমস্ত লোকই মৃত্তিকার সহিত ভূগর্ভে দাবিয়া যাইবে। কেয়ামতের দিন সদসৎ আমল বা কার্য্যানুসারে ইহাদের বিচার হইবে। এই সকল সৈন্যের মধ্যে, কেবল দুইটী লোক বাঁচিয়া থাকিবে। তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হজরত ইমাম মেহ্‌দীকে এবং অন্য ব্যক্তি উক্ত দুর্ব্বৃত্ত ছুপিয়ানীকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ জ্ঞাপন করিবে। তচ্ছ্রবণে ছুপিয়াণী স্বয়ং হজরত ইমাম মেহ্‌দীর বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করিবে এবং যুদ্ধে পরাজিত হইবে।

আরবের সৈন্যগণ সম্মিলিত হইয়াছে, নাছারাগণ এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাহারাও চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করিবে। তাহারা স্বদেশ ও রুম হইতে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, হজরত ইমাম মেহ্‌দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য শ্যাম দেশস্থ দামেস্কের নিকটবর্ত্তী, ওয়াবক্ নামক স্থানে একত্র হইবে। ইহাদের সৈন্যদলের ৭০ বা ৮০ টী পতাকা থাকিবে। প্রত্যেক পতাকার সঙ্গে বার হাজার করিয়া সৈন্য থাকিবে।

এই সময় হজরত ইমাম মেহ্‌দী, মক্কাশরিফ হইতে যাত্রা করিয়া মদিনা শরিফ উপস্থিত হইবেন। এবং হজরত রছুল করিমের 'রওজা' মোবারক (পবিত্র সমাধি) জেয়ারত করিয়া, সসৈন্যে শ্যাম দেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন। দামেস্কের অনতিদুরে ইহাঁরা নাছারা সৈন্যগণের সম্মুখীন হইবেন। এই দিন হজরত মেহ্‌দীর সৈন্যগণ তিন দলে বিভক্ত হইয়া যাইবেন।

একদল নাছারা সেনার ভয়ে পলায়ন করিবে। আল্লাহতালা কখনই ইহাদের তওবা কবুল করিবেন না। কুফরী অবস্থায় উহাদের মৃত্যু ঘটিবে। আর একদল সেই দিনের যুদ্ধে নিহত হইবেন। ইহাঁরা বদর ও ওহোদের যুদ্ধে নিহত সহিদগণের ন্যায় মর্ত্তবা পাইবেন। অবশিষ্ট দল, করুণাময় আল্লাহতালার অনুগ্রহে সেইদিনকার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া চিরসুখী হইবেন।

দ্বিতীয় দিন হজরত মেহ্‌দী (আঃ) সসৈন্যে স্বয়ং যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবেন। এই দিন অধিকাংশ মোছলমান সৈন্যই এইরূপ পণ করিবে যে, "হয় জয় লাভ, না হয় মৃত্যু ব্যতীত কখনই রণক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব না।" কিন্তু (হায়!) ইহাদের প্রায়ই নিস্তার পাইবেন না; অধিকাংশই সহিদ হইয়া যাইবেন। সন্ধ্যার সময় হজরত মেহ্‌দী (আঃ) অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া, শিবিরে ফিরিয়া আসিবেন। বিপক্ষদলও স্বশিবিরে ফিরিয়া যাইবে।

তৃতীয় দিবসও অধিকাংশ মোছলমান সৈন্য পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় দৃঢ়তার সহিত জয় বা মৃত্যু পণ করিয়া হজরত মেহ্‌দীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু অতীব কুশলতার সহিত যুদ্ধ করিয়াও ইহাদের অধিকাংশই সহিদ হইয়া যাইবেন। হজরত মেহদী অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সৈন্য মাত্র লইয়া সন্ধ্যা কালে শিবিরে প্রত্যাগমন করিবেন। শত্রুগণ ও তাহাই করিবে।

চতুর্থ দিবস তিনি, রসদ সামগ্রীর রক্ষকগণ সহ অতি অল্প সংখ্যক সেনা লইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। করুণাময় আল্লাহতালার মহিমায়, এই দিবস মোছলমান সেণাগণ এইরূপ দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিবেন যে, নাছারা সৈন্যের মৃতদেহ সুদীর্ঘ পর্ব্বতাকারে রণক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিবে। অবশিষ্ট নাছারা সৈন্যের অন্তঃকরণে আর বিন্দুমাত্রও রাজত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। তাহারা খাদ্যাভাবে ও লাঞ্ছনায় ...

আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টিত হইবে। মোছলমান সৈন্যগণ তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিয়া, অস্ত্রাঘাতে অনেককে শমন-সদনে প্রেরণ করিবেন। অতঃপর হজরত ইমাম মেহদী (আঃ) বিজয়ী যোদ্ধাগণকে পুরস্কার প্রদান করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাতে কেহই আনন্দানুভব করিতে পারিবেন না! কারণ এই যুদ্ধে তাঁহারা এত অধিক আত্মীয় ও বংশধর হারাইবেন যে, শতকরা এক জনের অধিক লোক বাঁচিয়া থাকিবেন না।

ইহার পর হজরত মেহ্দী (আঃ) মোছ্লেম রাজ্যের শাসন সংস্কার ও সেনা বর্দ্ধন ইত্যাদি কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন। রাজ্যের এইসকল আবশ্যক কার্য্য সমূহ সমাধা করিয়া, তিনি নাছারাদের কবল হইতে কোস্তন্তুনিয়া উদ্ধারের জন্য যাত্রা করিবেন। তিনি রুম উপসাগরের তীরে উপনীত হইয়া, 'এস্তাম্বুল' নগর উদ্ধার মানসে, বনুএছ্হাক বংশীয় সত্তর হাজার যোদ্ধাকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া দিবেন। তাঁহারা নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লাহুআকবর' ধ্বনি করা মাত্রই, পাক নামের বর্কতে নগরীর প্রাচীর ধ্বসিয়া পড়িবে। মোছলমান সেনাগণ সদলবলে নগরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক বিপক্ষ দলকে নিহত ও নগরীর উদ্ধার সাধন করিবেন।

হজরত (ছঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা কি এরূপ কোন সহরের নাম শুনিয়াছ, যাহার কিয়দংশ জলে ও অবশিষ্টাংশ স্থলে আছে?" আছ্হাব মহোদয়গণ উত্তরে বলিলেন, "হে আল্লাহতালার রসুল, হাঁ।" হজরত বলিলেন, যেই পর্য্যন্ত বনুএছ্হাকের বংশীয় সত্তর হাজার সৈন্য ঐ নগরী জয় না করিবে, সেই পর্য্যন্ত কেয়ামত হইবে না। সৈন্যগণ উহার নিকটবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ ও করিবে না, তীর ও নিক্ষেপ করিবে না। কেবল 'লা এলাহা ইলাল্লাহো ওয়াল্লাহো আকবর' ধ্বনি

একবার উচ্চারিত হওয়া মাত্রই সহরের সমুদ্রের দিকের প্রাচীর ধ্বসিয়া পড়িবে। দ্বিতীয় বারে অন্যদিকের প্রাচীর মৃত্তিকাসাৎ ও তৃতীয় বারে সহরটী অধিকৃত হইবে। বিজয়ী সেনাগণ যখন নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক, স্ব স্ব তরবারী জয়তূণ বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়া লুণ্ঠিত ধন নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিতে আরম্ভ করিবেন এবং হজরত এমাম মেহদী (আঃ) বিজিত দেশে শাসন ও শান্তি সংস্থাপনে ব্যস্ত থাকিবেন, এমন সময় হঠাৎ এক জনরব উঠিবে (জনরবটী শয়তানই উঠাইবে) যে, শ্যাম দেশে দজ্জাল প্রকাশিত হইয়া মোছলমানগণকে বিনাশ করিতেছে। এই সংবাদ শ্রবণে সৈন্যগণ ধন বণ্টন পরিত্যাগ পূর্ব্বক হজরত ইমাম মেহদী (আ:) সহ শ্যাম দেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

قال صلعم: هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر
وجانب منها في البحر - قالوا نعم يا رسول الله - قال لا تقوم
الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق - فإذا
جاؤها نزلوا - فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله
إلا الله والله أكبر - فيسقط أحد جانبيها في البحر - ثم يقولون
الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر - ثم يقولون
الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر - فيفرج (تفتح قسطنطينية) لهم
فيدخلونها - فيغنمون - فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا
سيوفهم بالزيتون إذ جاءهم الصريخ (إذ صاح فيهم الشيطان)
أن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون *

হজরত ইমাম মেহ্‌দী শ্যাম দেশে পৌঁছিয়া জনরবটীর সত্যতা অনুসন্ধান করার নিমিত্ত একদল সৈন্য এবং তাহাদের অগ্র

হজরত রছুল করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, "আমি উক্ত অশ্বারোহী সৈন্যদের নাম, তাহাদের পিতা, মাতা ও বংশের নাম এবং তাহাদের ঘোড়ার রঙ্ বলিতে পারি। তাহারা (তৎকালীন) লোক সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানীয় হইবে।"

قال صلعم : إنّى لأعرف أسماء آبائهم وألوان خيولهم - هم خير فوارس على ظهر الارض •

শ্যামদেশে উপস্থিত হইয়া, অনুসন্ধানের ফলে, তাঁহারা জানিতে পারিবেন, উক্ত দজ্জাল প্রকাশের জনরব সম্পূর্ণ মিথ্যা। অতএব হজরত ইমাম মেহদী (আঃ) অত্যন্ত ধীরতার সহিত দেশের শাসন ও শান্তি স্থাপনে মনোনিবেশ করিবেন।

উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরেই দজ্জাল প্রকাশ পাইবে। সে জাতিতে এহুদী এবং জন সাধারণের নিকট 'মছিহ' নামে পরিচিত হইবে। তাহার একটী চক্ষু অন্ধ ও অপরটী ফুলা এবং চুলগুলি হাব্‌শীদের মত কোঁকড়ান থাকিবে। প্রকাণ্ড একটী গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবে। তাহার কপালে ر ف ک (كفر) এই তিনটী অক্ষর লিখিত থাকিবে। কেবল ইমানদার লোকেরাই উহা সহজে পড়িতে পারিবেন।

দজ্জাল সর্ব্বপ্রথমে এরাক ও শ্যামদেশের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে প্রকাশ পাইয়া, নিজকে পয়গাম্বর বলিয়া দাবী করিবে। অতঃপর স্পেহান দেশে চলিয়া যাইবে। তথায় সত্তর হাজার এহুদী তাহার সঙ্গী হইবে। সেই স্থান হইতে সে খোদাইর দাবী আরম্ভ করিয়া, চতুর্দ্দিকে গোলযোগ উঠাইবে; এবং পৃথিবীর নানাস্থানে ঘুরিয়া, লোকদ্বারা নিজকে খোদা স্বীকার

জন্য, দজ্জালকে নানাবিধ অলৌকিক ঘটনা ঘটাইবার ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

দজ্জালের সঙ্গে সঙ্গে এক কৃত্রিম আগুন ও একবাগান চলিবে। উক্ত আগুন দোজখ নামে এবং বাগান বেহেস্ত নামে কথিত হইবে। যাঁহারা তাহার অবাধ্য হইবে, তাঁহাদিগকে উক্ত অগ্নিতে এবং যাহারা বাধ্য হইবে, তাঁহাদিগকে উক্ত বাগানে স্থান দিবে। ইহাতে কিন্তু অগ্নি ও বাগানের অবস্থা বিপরীত হইবে। অগ্নি বাগানে এবং বাগান অগ্নিতে পরিণত হইবে।

قَالَ صلعم - اَلدَّجَّالُ اَعورُ العَيْنِ اليمنى (اَوْ اليُسرى) ممسوحُ العين (الاُخرى) - مكتوبٌ بين عينيه ك ف ر (كفر) يقرأه كل مومن - معهُ جَنَّتُه ونارُه - فنارُه جنةٌ وجنتُه نار

দজ্জাল প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসর হইতে দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। বৃষ্টিপাত বন্ধ হইয়া ঘাস ফলাদি ও খাদ্যদ্রব্যাভাবে জীব জন্তু ও লোকজন বিনষ্ট হইতে থাকিবে। আল্লাহতালার ইচ্ছায় দজ্জালের নিকট প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য থাকিবে। সে তাহার অনুগত লোকদিগকে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিবে; কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদিগকে কিছুই প্রদান করিবে না। তাহার আদেশ মতে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া, তদীয় অনুগত লোকদিগের জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিবে; বৃক্ষসকল ফলবান ও পশুসকল হৃষ্টপুষ্ট ও দুগ্ধবতী হইবে। কিন্তু মোছলমানগণের খাদ্যদ্রব্য বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে অন্যান্য উপায়ে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিয়া, বিপদগ্রস্ত করিবে। কিন্তু করুণাময় আল্লাহতালার কৃপায়, এবাদত, তছ্‌বিহ ও জেকেরই মোছলমানগণের আহারাদির কাজ করিবে।

দজ্জালের আদেশে ভূগর্ভস্থ ধনাদি নির্গত হইয়া আসিবে। সে কোন কোন ব্যক্তিকে বলিবে "তোমার মৃত পিতা

জীবিত করিয়া দিতেছি; তদ্দর্শনে আমাকে খোদা বলিয়া স্বীকার কর।" এই উদ্দেশ্যে শয়তানের দলকে আদেশ করিবে "ইহার পিতা মাতার রূপ ধারণ করিয়া, মাটী হইতে বাহির হইয়া আইস।" বস্তুতঃ শয়তান গণ তাহাই করিবে। দজ্জাল নানা দেশে যাইয়া, উক্তরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখাইবে। 'এমন' দেশের বহু লোক তাহার বাধ্য হইয়া যাইবে। নানা স্থানে বদমাইশ ও গুণ্ডার দল সঙ্গী হইয়া তাহার দল বৃদ্ধি করিবে। অতঃপর প্রবল বায়ুবেগে চলিতে চলিতে সেস্থান হইতে মক্কা শরিফের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইবে। কিন্তু পবিত্র মক্কা ফেরেস্তা গণ দ্বারা রক্ষিত থাকিবে। অতএব সে তথা প্রবেশ করিতে না পারিয়া, মদিনা শরিফের অভিমুখে যাত্রা করতঃ তাহার অনতি দূরবর্ত্তী ওহোদ পাহাড়ের নিকটে শিবির সংস্থাপন করিবে। মদিনা শরীফের সাতটী দ্বার থাকিবে। প্রতিদ্বারে দুই জন করিয়া ফেরেস্তা দ্বার রক্ষা করিবেন। দজ্জাল উহাদের ভয়ে এই পবিত্র সহরে ও প্রবেশ করিতে পারিবে না তখন এই নগরে তিন বার ভূমি কম্প হইবে। মোনাফেক ও বেইমান লোক সকল সেই ভয়ে নগরের বাহিরে, আসিবে এবং দজ্জালের ফেরেবে পতিত হইবে।

এই সময় এক ইমানদার বোজর্গ ব্যক্তি দজ্জালের সহিত তর্ক বিতর্ক করিবার মানসে মদিনা সরিফ হইতে বাহির হইয়া আসিবেন। তিনি দজ্জালের অনুচর গণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, "দজ্জাল কোথায়?" এইরূপ কর্কশ বাক্য শ্রবণে এক ব্যক্তি উক্ত মোছলমানকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, অপর এক ব্যক্তি বলিবে, আমাদের খোদা (?) দজ্জালের বিনানুমতিতে কাহকেও মারা নিষিদ্ধ। এই বলিয়া,

লোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করে।" তচ্ছ্রবণে দজ্জাল সেই ব্যক্তিকে নিজের নিকট ডাকাইয়া লইবে। বোজর্গ ব্যক্তি তাহাকে দেখিবা মাত্রই বলিয়া উঠিবেন, "আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। হজরত নবী করিম (ছঃ) যে দুরাত্মার কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তুমিই সেই নরাধম 'দজ্জাল'। এই কথা শুনিয়া, দজ্জাল তদীয় অনুচর গণকে আদেশ দিবে, "ইহাকে করাত দ্বারা চিরিয়া ফেল।" অনুচর গণ তাহা করিয়া উহার দেহের দুই খণ্ড দুই দিকে ফেলিয়া দিবে। দজ্জাল খণ্ড দ্বয়ের মধ্য দিয়া গমন পূর্ব্বক লোকদিগকে বলিবে, "আমি যদি এই ব্যক্তিকে পুনরায় জীবিত করিতে পারি, তবে তোমরা আমাকে খোদা বলিয়া বিশ্বাস করিবে কি ?" অনুচরগণ উত্তর করিবে, "আমরা পূর্ব্বেই আপনাকে খোদা বলিয়া নিঃসন্দেহে মানিয়া লইয়াছি। যদি ইহাকে জীবিত করিতে পারেন তবে আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবে।" তখন দজ্জাল সেই খণ্ড দ্বয় একত্র করিয়া, আদেশ দেওয়া মাত্রই উহা জীবিত হইয়া বলিয়া উঠিবে, "আমার. আর অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই যে, তুমিই সেই দুরাচার 'দজ্জাল'! যাহার পাপাচরণের কথা হজরত রছুল করিম (ছঃ) বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর আর কাহারও জীবন দানের ক্ষমতা তোমার থাকিবেনা।" দজ্জাল ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শিষ্যগণকে আদেশ দান করিবে যে, "এই ব্যক্তির গলা কাটিয়া ফেল।" তাহারা তখনই উহার গলায় ছুরি বসাইয়া দিবে; কিন্তু কৃত কার্য্য হইতে পারিবেনা। দজ্জাল ইহাতে লজ্জিত হইয়া সেই ব্যক্তিকে তাহার সঙ্গীয় অগ্নিতে (নরকে) নিক্ষেপ করিবে। কিন্তু আল্লাহতালার মহিমায় তাহা তখন বেহেস্তের ন্যায় শীতল হইয়া যাইবে। অতঃপর দজ্জাল শ্যাম দেশাভিমুখে প্রস্থান করিবে; কিন্তু সে দামেস্কে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ...

মেহদী ( আঃ ) তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য, তথায় উপস্থিত ও প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন।

দজ্জালের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, হজরত ইমাম মেহদী ( আঃ ) স্বীয় সৈন্যদলের মধ্যে অস্ত্র শস্ত্র বিতরণ ও শৃঙ্খলা বিধান করিতেছেন, এই সময় আছরের নামাজের সময় উপস্থিত হইবে। মোয়াজ্জেনের আজান দেওয়ার পর সমস্ত লোক নামাজে দণ্ডায়মান হইতেছেন, এমন সময় হঠাৎ দৃষ্ট হইবে যে, হজরত ইছা ( আঃ ) দুই ফেরেস্তার বাহুতে ভর দিয়া সেই মছ্জিদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাদা মিনারায় অবতরণ করতঃ سُلَّم سُلَّم "সিঁড়ী সিঁড়ী" শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ সিঁড়ী লাগান হইবে। তিনি অবতরণ পূর্ব্বক হজরত ইমাম মেহদীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

হজরত ইমাম মেহ্দী ( আঃ ), হজরত ইছা ( আঃ ) কে সবিনয়ে, সাদরেও সম্মানে গ্রহণ কারবেন, এবং নিবেদন করিবেন যে, "হে আল্লাহতালার নবি, আপনিই নামাজের ইমামতি করুন।" অনন্তর হজরত ইমাম মেহ্দা ( আঃ ) ইমামতি করিবেন। হজরত ইছা ( আঃ ) অন্যান্য মোক্তাদির সহিত নামাজে দণ্ডায়মান হইয়া যাইবেন। নামাজঅন্তে হজরত ইহাম মেহ্দী, হজরত ইছা ( আঃ ) কে বলিবেন, "হে আল্লাহতালার নবি, এই যুদ্ধে আপনি নিজ ইচ্ছানুসারে সৈন্য চালনার ভার গ্রহণ করুন।" তিনি তদুত্তরে বলিবেন, "না, এই কার্য্য আপনারই। আমি কেবল দজ্জালকে বধ করিবার জন্যই অবতরণ করিয়াছি। কারণ আল্লাহতালা তাহার মৃত্যু শুধু আমার হাতেই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।"

নির্ভয়ে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, হজরত ইমাম মেহ্দী (আঃ)

তাঁহাকে বলিবেন, "আমাকে অশ্ব ও বর্শা (নেজা) দিন; এই পাপাত্মার পাপ হইতে দেশকে অব্যাহতি দান ও পবিত্র করিতে হইবে।" অতঃপর ইছা (আঃ) দজ্জালের দিকে এবং বীর প্রভৃতি মোছলমান সেনাগণ তাহার সৈন্যদলের দিকে ধাবিত হইবেন। উভয় দিকে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। সেই দিন হজরত ইছা নবীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এই ভাবে প্রবাহিত হইবে যে, যতদূর তাঁহার দৃষ্টি যাইবে, ততদূর পর্য্যন্ত তাঁহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পৌঁছিবে। উক্ত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কাফেরগণের গায়ে লাগিবা মাত্রই তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। দজ্জাল বেগতিক দেখিয়া পলাইবার চেষ্টা পাইবে। কিন্তু হজরত ইছা (আঃ) অশ্বারূঢ় অবস্থায় পশ্চাদ্ধাবন করতঃ 'লুদ্ধ' নামক স্থানে বল্লম দ্বারা সেই মহাপাপী দজ্জালকে বিনাশ করিয়া, জন সাধারণের নিকট সংবাদটী প্রচার করিবেন। হজরত ইছা (আঃ) দজ্জালকে নিজ হস্তে বধ না করিলেও, কেবল তাঁহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের বায়ুতেই সেই পামর লবণের ন্যায় গলিয়া যাইত। মোছলমান সৈন্যগণ দজ্জালের এহুদী সেনাগণকে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিবেন। সেই দিন কেহই তাহাদের রক্ষক থাকিবে না। এমন কি কেহ কোন বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইলেও সেই বৃক্ষ বলিয়া উঠিবে, "হে মোছলমানগণ, এই এহুদীকে বধ করিয়া ফেলুন।" কিন্তু যেই এহুদী 'আরকদ' বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইবে, সেই বৃক্ষ তাহার সংবাদ প্রকাশ করিবেনা।

দজ্জাল ৪০ দিবস যাবৎ পৃথিবীতে কুকর্ম্ম-সাধন করিবে। তন্মধ্যে ৩টী দিন তাহার ইচ্ছানুসারে অত্যন্ত বড় হইবে। এই সময়ে মোছলমানগণকে অনুমান করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করিতে হইবে।

দজ্জাল নিহত হইলে, হজরত ইছা (আঃ) ও হজরত ইমাম মেহ্‌দী ছাহেব দজ্জালের লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট দেশ সমূহ পরিদর্শন

করিবেন এবং উদারতার সহিত অত্যাচারগ্রস্ত লোকদিগের তাঁহাদের সাংসারিক ক্ষতিগুলি পূরণ করিয়া দিবেন। আল্লাহ তালা যে পরকালে ইহার প্রতিদান দিবেন, এই সুসংবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবেন। অতঃপর হজরত ইছা (আঃ) নাছারাদের উপাস্য ছলিব (শূল চিহ্ন) কে বিনষ্ট, শূকরের মাংস ভক্ষন নিষিদ্ধ ও জিজ্‌য়া নামক কর রহিত করিয়া, সকল বিধর্ম্মীকে এছলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইবার জন্য আহ্বান করিবেন। আল্লাহ্ তালার কৃপায় তখন মোছলমান দেশে কেহই কাফের থাকিবে না।

قَالَ صلعم : و اللهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وعدلاً - فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ و لَيَقْتُلَنَّ الخِنْزِيرَ و لَيَضَعَنَّ الجِزْيَةَ ... الخ

হজরত ইমাম মেহদীর সুশাসন ও সুবিচারে লোক সকল অত্যন্ত সুখী ও আনন্দিত হইবে। অত্যাচার ও অবিচারের মুলোচ্ছেদ হইয়া জগতময় সুবিচার ও শান্তি বিরাজ করিবে। লোক সকল আল্লাহ তালার এবাদতে কায়মন ঢালিয়া দিবে।

হজরত ইমাম মেহদীর খেলাফত ৭ বা ৯ বৎসর কাল স্থায়ী হইবে। ইহার প্রথম সাত বৎসর নাছারাদের ধ্বংসে ও দেশের শাসন সংস্কারে, ৮ম বৎসর দজ্জালের সহিত যুদ্ধে এবং ৯ম বৎসর হজরত ইছা নবীর সহিত দেশের তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত হইবে। এই হিসাবে হজরত ইমাম মেহ্‌দী ৪৯ বৎসর জীবিত থাকিয়া চিরদিনের জন্য পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইবেন। إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

হজরত ইছা (আঃ) অন্যান্য মোছলমানগণের সহিত জানাজা নামাজ পড়াইয়া, তাঁহার দাফন কার্য্য সমাধা করিবেন।

হজরত ইমাম মেহদী (আঃ) লোকান্তরিত হইলে, তাঁহার

দেশ শান্তিপূর্ণ ও লোক সকল নিরাপদ হইয়া, সকলেই সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকিবে, এমন সময় আল্লাহ তালা ওহি দ্বারা হজরত ইছা ( আঃ ) কে জানাইবেন যে, "আমি আমার এইরূপ কোন বলবান লোক সকল প্রকাশ করিতেছি, যাহাদিগকে বাধা দেওয়া মানবের ক্ষমতার অতীত। তুমি আমার খাছ্ বন্দাদিগকে 'তুর' পর্ব্বতে নিয়া রক্ষা কর।" ইছা ( আঃ ) উক্ত আদেশানুসারে মোছলমানগণকে সঙ্গে লইয়া 'তুর' পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম করিতে থাকিবেন, এমন সময় সেকান্দরী প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া, পঙ্গপালের ন্যায় 'এয়াজুজ মাজুজ' নির্গত হইবে ও দেশময় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে।

এয়াজুজ মাজুজ হজরত নূহ নবীর পুত্র এয়াফছের বংশধর। কোন কোন মতে উহারা মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া নিবাসী অসভ্য কাফের। ইহাদের কেহ কেহ আধ হাত লম্বা, কেহ কেহ আকাশ বা পর্ব্বত তুল্য উচ্চ। কর্ণ এত বড় যে ইহা বিছাইয়া তাহারা শয়ন করিয়া থাকে! উহারা মধ্যে মধ্যে চীনও তুর্কীস্থানে আসিয়া লুণ্ঠন করিত। পৃথিবীর উত্তর পূর্ব্ব কোণস্থ সীমান্ত দেশে উহারা বাস করে। এই স্থানের উত্তরে এইরূপ লবণাক্ত বরফময় সাগর অবস্থিত যে, তাহার উপর দিয়া জাহাজ চালান সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্থানটীর পূর্ব্ব ও পশ্চিমে প্রাচীরের ন্যায় দুইটী উচ্চ পর্ব্বত বিরাজমান। এই দুই পর্ব্বতের মধ্যে যে একটী মাত্র পথ ছিল, সেই পথে বাহির হইয়া ইহারা নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকদিগের উপর অত্যাচার ও লুণ্ঠন কার্য্য চালাইত। পরে 'এমন' দেশের বাদশাহ সেকান্দর জুলকরনায়ন, লৌহ ও সীসা ইত্যাদি গলাইয়া, উক্ত পর্ব্বত দুইটীর চূড়া পর্য্যন্ত উচ্চ, ৬০ গজ প্রশস্ত শক্ত প্রাচীর দ্বারা

পথটী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তদবধি উহারা বাহিরে আসিবার জন্য, সারাদিন চেষ্টা করিয়া, উক্ত প্রাচীর গাত্রে একটী মাত্র সূক্ষ্ম ছিদ্র করিত; কিন্তু রাত্রি হইলে আল্লাহ তালার হুকুমে উহা আবার বন্ধ হইয়া যাইত। আমাদের হজরত নবি করিমের সময়ে তাহারা মাত্র অঙ্গুরীর মধ্যবর্ত্তী শূন্যস্থান পরিমাণ একটী ছিদ্র করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঐ ছিদ্রটী দিন দিন বড় করিয়া আসিতেছে। ইহাদের বাহির হইবার সময় হইলেই, প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে ও উহারা বাহির হইয়া আসিবে। ইহাদের সংখ্যা এত অধিক থাকিবে যে, যখন ইহারা 'তবরিয়া' হ্রদের তীরে পৌঁছিবে, তখন সমস্ত পানি পান করিয়া হ্রদটীকে একেবারে শুখাইয়া ফেলিবে। পরবর্ত্তী দল তথা উপস্থিত হইয়া বলিবে, 'বোধ হয় ইহাতে কোন সময় পানি ছিল।' এই হ্রদটী সম চতুর্ভুজাকৃতি সুগভীর, ৭ বা ১০ ক্রোশ দীর্ঘ। ইহা 'তবরস্থানে' অবস্থিত।

মক্কা সরিফ, মদিনা সরিফ ও বয়তোল মোকাদ্দছ এই তিন পবিত্র স্থানে তাহারা প্রবেশ করিতে পারিবে না।

এয়াজুজ মাজুজ অত্যাচার, উৎপীড়ন ও লুণ্ঠন প্রভৃতি দ্বারা লোকদিগকে নানাবিধ যাতনা প্রদান ও তাহাদের বধ সাধন করিবে। তাহারা শ্যাম দেশে বয়তোল মোকাদ্দছের নিকটস্থ 'খমর' নামীয় পর্ব্বত প্রান্তরে উপস্থিত হইলে, পরস্পর বলাবলি করিবে, "জমিনের অধিবাসী সকলকে বিনাশ করিয়াছি, এখন আকাশবাসীদিগকে নিধন করিতে হইবে।" অনন্তর এই উদ্দেশ্যে তাহারা আকাশের দিকে যে তীর নিক্ষেপ করিবে, আল্লাহ তালার মহিমায়, তৎসমুদয় রক্তযুক্ত হইয়া, ভূপতিত হইবে। ইহাতে আনন্দিত হইয়া, তাহারা বলাবলি করিবে যে, "জগতে আমরা ব্যতীত এখন আর কেহই নাই।"

এই ঘোর সঙ্কট কালে হজরত ইছা ( আঃ ) ও তাঁহার সঙ্গীদিগের এইরূপ খাদ্যাভাব ঘটিবে যে, ১০০ মোহরের পরিবর্ত্তে ও একটী গরুর মাথা পাওয়া দুষ্কর হইবে। বেগতিক দেখিয়া ইহাদের ধ্বংসের নিমিত্ত হজরত ইছা ( আঃ ) সঙ্গীগণ সহ দয়াময় আল্লাহ তালার সমীপে প্রার্থনা করিবেন। আল্লাহ তালার মহিমায়, নাসিকা ও গল বিস্ফোট রোগাক্রান্ত হইয়া, একরাত্রেই সমস্ত এয়াজুজ মাজুজ মরিয়া যাইবে। ইহা অবগত হইয়া, হজরত ইছা ( আঃ ) সেই দিকে লোক প্রেরণ করিবেন। পরে জানিতে পারিবেন যে, উহাদের মৃতদেহের দুর্গন্ধে জীবন ধারণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব ইছা ( আঃ ) সঙ্গীদল সহ আবার আল্লাহ তালার সমীপে প্রার্থনা করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তালার অনুগ্রহে, লম্বা গলা ও ঘাড় বিশিষ্ট 'ছিমোরগ্' নামক উষ্ট্রবৎ এক প্রকার পক্ষী প্রকাশিত হইয়া, মৃতদেহ ভক্ষন ও লোণা সাগরে এবং অন্যান্য দ্বীপে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর মুষল ধারায় ৪০ দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া, মাটীর দুর্গন্ধ নষ্ট করিয়া দিবে। এই বৃষ্টির জল পাকা বা কাঁচা সকল ঘরেরই ছাদ ভেদ করিয়া ভিতরে পড়িবে। উক্ত বৃষ্টি বর্ষণে নানা প্রকারে সুফল ফলিবে। প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইবে। এক একটী আনার এত বড় হইবে যে, একটী আনার খাইয়া কয়েক জন লোক তৃপ্তিলাভ করিবে। জন্তুদের দুগ্ধ এত বৃদ্ধি পাইবে যে, এক সের গেঁহু ও একটী উট, গাভী বা ছাগীর দুগ্ধে অনায়াসে এক পরিবারের আহারাদি নির্ব্বাহিত হইবে। জগতে মোছলমান ভিন্ন আর কেহই থাকিবে না। সকলেই সুখ-সচ্ছন্দে বাস করিতে থাকিবে। হিংসা দ্বেষ তিরোহিত হইবে। পরস্পর পরস্পরের উপকার সাধনে ও সকলেই আল্লাহ তালার এবাদতে লিপ্ত থাকিবে। সর্প ও হিংস্র পশু সকল স্ব স্ব হিংসা

বৃত্তি ভুলিয়া যাইবে। ধনের অভাব ঘুচিয়া যাইবে। ছদ্‌কো, জাকাত গ্রহণের উপযোগী দরিদ্র লোক পাওয়া যাইবে না। মৃত ব্যক্তিগণ এমন সুখের সময় জীবিত নহে বলিয়া তাহাদের আত্মীয় স্বজনগণ আক্ষেপ করিবে। এয়াজুজ মাজুজগণের তীর, ধনু ও তরবারীর খাপে, বহুকাল যাবৎ লোকের জ্বালানি কাষ্ঠের কার্য্য চলিবে। এই সুসময় সাত বৎসর কাল স্থায়ী হইবে। এইরূপ পরম সুখে বাস করা হেতু, লোকের মধ্যে কিছু বিলাসিতা আসিয়া পড়িবে। এই সমস্ত ঘটনা হজরত ইছা নবির সময় সংঘটিত হইবে। তিনি মাত্র ৪৫ বৎসর জীবিত থাকিবেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিবাহ করিবেন, সন্তান জন্মিবে। অতঃপর হজরত ইছা (আঃ) চিরকালের জন্য পৃথিবী ত্যাগ করিবেন এবং আমাদের হজরত নবি করিমের রওজা মোবারকে তাঁহাকে দাফন করা হইবে। إنا لله و إنا إليه راجعون

কেহ কেহ বলেন, হজরত রছুল করিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে, হজরত ইছা (আঃ) প্রথম বারে পৃথিবীতে ৩৮ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া, আকাশে নীত হইয়াছেন। দ্বিতীয় বারে পৃথিবীতে আসিয়া ৭ বৎসর বাস করার পর তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিবেন। এই হিসাবে তিনি মোট ৪৫ বৎসর জীবিত থাকিবেন।

قال صلعم : يَنْزِلُ عيسى ابنُ مريمَ إلى الأرض فيتزوّج ويُولَدُ له ويمكثُ خمسا وأربعين سنةً - ثم يموتُ فيُدفن معي في قبري - فأقومُ أنا و عيسى ابنُ مريمَ في قبرٍ واحد - بين أبي بكر و عمر - رض

হজরত ইছা নবীর ইহধাম পরিত্যাগের পর, 'এমন' দেশ নিবাসী 'কাহ্‌তান' বংশীয় 'জাহ্‌জাহ্‌' নামক একব্যক্তি

করিবেন। অতঃপর আরও কতিপয় ব্যক্তি খলিফা হইবেন; কিন্তু তাঁহাদের সময়, কপটতা, মূর্খতাও অসভ্যতা প্রভৃতি বিস্তার লাভ করিবে। এল্‌ম কমিয়া যাইবে; কুফরি বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। এই সময় পূর্ব্ব দেশীয় এক স্থান ও পশ্চিম দেশীয় আর এক স্থান মৃত্তিকায় ধসিয়া যাইবে। যাহারা তক্‌দির ( অদৃষ্ট ) বিশ্বাস করিতনা, তাহারাও এই সঙ্গে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

উক্ত দুর্ঘটনার পর লোকের উপর আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইবে। উল্লিখিত দুই স্থান হইতে এক প্রকার বিষাক্ত ধুম্র নির্গত হইয়া, পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে। ইহাতে লোকের কষ্টের সীমা থাকিবে না। তদ্দ্বারা মোছলমানগণ সর্দ্দি, কাশি ও মাথাধরা ইত্যাদি বোধ করিবে। মোনাফেক ও কাফেরগণের একেবারে চৈতন্য লুপ্ত হইয়া যাইবে। তৎপর ক্রমে ২ কেহ ১দিন কেহ ২দিন, কেহ ৩দিন, কেহ বা ৪দিন পরে চৈতন্য লাভ করিবে। এই ধূম একাদিক্রমে ৪০ দিন স্থায়ী হইয়া, পরিশেষে বিলীন হইয়া যাইবে।

উক্ত ভীষণ ধুম নির্গমনের পর আর একটী সঙ্কট উপস্থিত হইবে। একদা জেলহজ্জ চাঁদের কোরবানির দিনগত রাত্রিটী অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যাইবে। শিশুগণ জাগিয়া উঠিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে। পাখী সকল জাগ্রত হইয়া দেখিবে, কিছুতেই রাত্রি প্রভাত হইতেছেনা। পশুগুলি চরিবার স্থানে যাওয়ার জন্য অস্থির হইয়া উঠিবে। লোক সকল ভীত হইয়া, কান্নাকাটি আরম্ভ করিবে এবং 'তওবা তওবা' শব্দ উচ্চারণ করিবে। এই রাত্রিটী ৩ বা ৪ রাত্রির সমান দীর্ঘ হইবে। তৎপর সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত হইয়া, গ্রহণ দিনের ন্যায় মৃদু মৃদু

উপর ইমান আনিবে এবং তাঁহাকে একেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিবে। কিন্তু (হায়!) এই তওবা বা বিশ্বাসে কোনই ফল দর্শিবেনা। তওবার দরওয়াজা বা পন্থা ইতঃপূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া যাইবে। উক্ত বিষম সূর্য্য মধ্যাকাশের নিকট পৌঁছিয়া পুনঃ পশ্চিম দিকেই অস্ত যাইবে। অতঃপর দিবা রাত্রি পূর্ব্ববৎ রীতিমত চলিতে থাকিবে।

উক্ত ভয়ঙ্কর ঘটনার পরবর্ত্তী দিন আর এক বিপদ উপস্থিত হইবে; সেইদিন সংবাদ রটিবে যে, ভূমিকম্প হইয়া মক্কা সরিফের পূর্ব্বদিকস্থ 'ছাপা' পর্ব্বতটী কাঁপিতে কাঁপিতে ফাটিয়া গিয়াছে এবং তম্মধ্য হইতে 'দাব্বাতোল আর্দ' নামক এক অদ্ভুত জন্তু নির্গত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বেও এই জন্তু বাহির হওয়ার জনরব 'এমন' ও 'নজ্দ' দেশে দুইবার রটিত হইবে। এই অদ্ভুত জন্তুটীর দেহে সপ্তবিধ প্রাণীর লক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে। উহার মুখাকৃতি মানুষের, পদ উটের, ঘাড় ঘোড়ার, লেজ গরুর, পাছা (পশ্চাৎভাগ) হরিণের, শিং বল্গা হরিণের এবং হস্ত বানরের ন্যায় হইবে। জন্তুটী লোকের সহিত মধুর ভাষায় কথা বলিবে। মোছলমান দিগকে 'মোমেন' (বিশ্বাসী) এবং অ-মোছলমান দিগকে 'কাফের' বলিয়া সম্বোধন করিবে। ইহার একহাতে হজরত মুছা নবির আসা (লাঠি) এবং অন্য হাতে হজরত ছোলায়মান নবির আংটী থাকিবে। ইহা সকল স্থানে অতি দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিবে। কেহ দৌড়িয়াও তাহার সঙ্গে সারিয়া উঠিবেনা বা তাহা হইতে পলাইয়া ও এড়াইতে পারিবে না। উহা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এক একটী করিয়া দাগ দিয়া যাইবে। ইমানদার ব্যক্তিদের ললাটে হজরত মুছা নবির লাঠির চিহ্ন প্রতিফলিত হইয়া, তাহাদের চেহারা উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। বেইমানদের নাকে বা ঘাড়ে হজরত ছোলায়মান

নবির আংটীর কাল মোহরের মত দাগ পড়িয়া তাহাদের চেহারা অন্ধকারময় হইয়া যাইবে। এক স্থানে বহুলোক থাকিলেও, উহা দ্বারা মোছলমান ও কাফের সহজেই চেনা যাইবে। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, জন্তুটী অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

অতঃপর আর কোন কাফেরই মোছলমান হইবেনা। এই ঘটনার ১২০ বৎসর কাল পরে হজরত ইছ্রাফিল (আঃ) প্রথম বার শিঙ্গা ফুকিবেন।

উক্ত জন্তুটী অদৃশ্য হইয়া গেলে, কিছুকাল পর দক্ষিণদিক হইতে এক প্রকার শীতল বাতাস প্রবাহিত হইয়া, সকল দেশে ছড়াইয়া পড়িবে। উহার সংস্পর্শে মোমেনগণের বগলে একপ্রকার বেদনা উপস্থিত হইবে। ইহার ফলে সকল মোমেনেরই মৃত্যু ঘটিবে। উত্তম হইতে আরম্ভ করিয়া অধম ও পাপীষ্ঠ ব্যক্তি ক্রমশঃ মরিতে থাকিবে। ইহ জগত মোছলমান শূন্য হইয়া কেবল কাফের গণেরই আড্ডা বা বাসস্থান হইবে। لا تقوم الساعة الا على شرار الناس

মোমেনগণের মৃত্যু ঘটিলে, হাব্সী কাফেরগণের প্রাধান্য আরম্ভ হইবে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ইহাদের রাজত্ব সংস্থাপিত হইবে। উহারা পবিত্র কাবাগৃহ (আহা!) ধ্বংস করিয়া তন্নিম্নস্থ গুপ্তধন বাহির করিয়া লইবে। হজ্ করা বন্ধ হইয়া যাইবে। সকলেই আল্লাহতালাকে ভুলিয়া যাইবে। "আল্লাহ আল্লাহ" বলিয়া ডাকিবার মত কেহই থাকিবে না। কাহারও মুখে তাঁহার পবিত্র নাম শুনা যাইবে না। কাহারও অন্তরে পরকালের ভয় বা চিন্তা থাকিবেনা। লজ্জা উঠিয়া যাইবে। মাতা ভগ্নী নির্ব্বিচারে কুকুর গর্দ্দভের ন্যায়, মুক্তপথে স্ত্রী সঙ্গম করিবে। স্ত্রীগমনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবে বটে কিন্তু সন্তান অতি অল্পই জন্ম লাভ করিবে

করিবে। লোক সমাজে অত্যাচার উৎপীড়ন চলিবে ও জল্দারা গ্রাম নগর জন-শূন্য হইতে থাকিবে। দুর্ভিক্ষ বশতঃ সর্ব্বত্র লুট পাট আরম্ভ হইবে।

এই সময় কেবল শ্যামদেশই নিরাপদ ও তথায় দ্রব্যাদি সুলভ থাকিবে। এই হেতু সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকই প্রাণ রক্ষার্থ নিজ নিজ বাড়ী ঘর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপরিবারে দলে দলে তথায় উপস্থিত হইবে। লোক সকলের শ্যামদেশে উপস্থিত হওয়ার আরও একটী কারণ দাঁড়াইবে। দক্ষিণ দিক বা 'আদনের' গর্ত্ত হইতে এক ভয়ঙ্কর অগ্নি প্রকাশ পাইয়া, লোক-দিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে। লোক নিরুপায় হইয়া আত্ম রক্ষার্থ উত্তর দিকস্থ শ্যামদেশে (শেষ বিচার স্থানে) পলাইতে আরম্ভ করিবে : نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ اِلَى مَحْشَرِهِمْ
কিন্তু অগ্নি তাহাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতেই চলিবে। লোক সকল ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া যখন দিবা দ্বিপ্রহরে ও রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইবে, কেবল সেই সময়ের জন্যই অগ্নিটী অদৃশ্য হইয়া যাইবে। বৈকালে এবং প্রভাতে আবার তাহাদের পশ্চাতে প্রকাশিত হইয়া সকলকে শ্যামদেশের দিকে তাড়াইতে থাকিবে। এই ভাবে অগ্রসর হইয়া, লোক সকল শ্যামদেশে উপনীত হইলে অগ্নিটী একেবারেই লয় পাইবে।

উক্ত ভয়ঙ্কর অগ্নির কবল হইতে মুক্ত হইয়া, কেহ কেহ স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিবে ; কিন্তু দেশের পূর্ব্ব বিপদ স্মরণ করিয়া এবং শ্যামদেশে দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য দেখিয়া, স্বদেশের কথা ভুলিয়া যাইবে। ইহারা ৪ বা ৫ বৎসর কাল সুখ সচ্ছন্দে শ্যামদেশে বাস করিবে ও নিশ্চিন্ত মনে আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থাকিবে। কিন্তু পরে শয়তানের প্ররোচনায় নানাপ্রকার পাপ

# মহাপ্রলয়।

একদা হঠাৎ মহররম চাঁদের ১০ই তারিখে, শুক্রবার প্রাতে একটী অবিরাম মৃদু শব্দ বাহির হইতে থাকিবে। এই শব্দটী সর্ব্বস্থানের লোক সমভাবে শুনিবে। সকলেই চকিত ও বিস্মিত হইয়া ভাবিবে যে, 'এ কিসের শব্দ!' শব্দটীর মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, মেঘগর্জ্জন ও বজ্র পাতের আকার ধারণ করিলে, লোক সকল ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিবে। গর্ভবতীর অজ্ঞাত ভাবে তাহার গর্ভপাত হইয়া যাইবে। ক্রোড়স্থ স্নেহের শিশু খসিয়া পড়িবে। মুখের গ্রাস মুখেই থাকিয়া যাইবে। যে, যেখানে থাকিবে, সেখানে মুর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিবে। ভীষণ ভূমিকম্পে লোক গৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক সভয়ে মাঠের দিকে ধাবিত হইবে। পশুরা ভয়ে একত্র হইয়া মানুষের দিকে দৌড়িবে : وإذا الوحوش حشرت ; উক্ত শব্দ আরও ভীষণ হইলে, লোক প্রথমে অজ্ঞান ও তৎপর মরিতে আরম্ভ করিবে। ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া মাটী ফাটিতে আরম্ভ করিবে - وإذا زلزلت الارض زلزالها ; সমুদ্রের জল উথলিত হইয়া দেশ ভাসাইয়া দিবে : وإذا البحار فجرت ; সমস্ত অগ্নিই নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। প্রবল ঝড়ে, পর্ব্বতমালাখণ্ড খণ্ড হইয়া ধূলা ও তুলার ন্যায় উড়িয়া যাইবে : وتكون الجبال كالعهن المنفوش ; ধূলায় আকাশ অন্ধকার হইয়া যাইবে। শব্দের ভীষণ গর্জ্জনে আছমান বিদীর্ণ হইয়া যাইবে إذا السماء انشقت চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র রাজি খসিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে - وإذا الكواكب انتثرت ; উক্ত ভীষণ শব্দটী হজরত ইছরাফিলেরই শিঙ্গার ...

প্রথম বার তিনি শিঙ্গায় ফুক দিবেন। ইহাদ্বারা পৃথিবীর সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

আল্লাহ তালা বলিয়াছেন, 'হে মনুষ্য সকল, তোমরা আল্লাহ তালাকে ভয় কর! কেয়ামতের প্রকম্পনের সময়টী বাস্তবিক অতি ভয়ঙ্কর হইবে। তোমরা ঐ সময় দেখিতে পাইবে যে মাতা কোলস্থ শিশুকে ভয়ে ভুলিয়া যাইবে। গর্ভবতীর গর্ভপাত হইয়া যাইবে। লোক সকলকে মাতালের ন্যায় দেখিতে পাইবে; বস্তুতঃ তাহারা মাতাল নহে; আল্লাহ তালার ভয়ঙ্কর আজাবের ভয়ে তাহাদের এই দুর্দ্দশা হইবে।'

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ - يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا - وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ

লোক সকল বিনষ্ট হইলে, হজরত আজরাইল (আঃ) আল্লাহ তালা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, শয়তান ইবলিছের প্রাণ হরণ করিতে আসিবেন। দুরাচার শয়তান প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়নের চেষ্টা পাইলে, ফেরেস্তাগণ অগ্নির গদাঘাতে তাহাকে ফিরাইবেন, এবং আজরাইল (আঃ) তাহার প্রাণ হরণ করিবেন। মৃত্যুর সময় সমস্ত লোকের উপরে যে পরিমাণ কষ্ট হইবে, এক শয়তানের উপরই সেই পরিমাণ মৃত্যু যন্ত্রণা ঘটিবে।

যাবতীয় জীব-জন্তু, আকাশ-ভূমি, পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-সমুদ্র সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে। ফেরেস্তাগণেরও মৃত্যু ঘটিবে। বেহেস্ত, দোজখ, রূহ, আল্লাহ পাক জাতের আর্শ, কুরছি, লওহ, কলম, এই আটটী দ্রব্যও ক্ষণ কালের জন্য বিলুপ্ত হইবে

যাইবে। স্বয়ং আল্লাহ তালা ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। كل شيء هالك إلا وجهه ; তখন আল্লাহতালা বলিবেন, "আজ কাহার রাজত্ব?" لمن الملك اليوم ; যাহারা নিজকে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা বলিয়া পরিচয় দিত, খোদাইর দাবী করিত, তাহারা আজ কোথায়?" প্রশ্নের কোনই উত্তর পাওয়া যাইবে না। পরে আল্লাহ তালা নিজেই উত্তর করিবেন, "আজ মহা প্রতাপশালী একমাত্র আল্লাহ তালারই রাজত্ব لله الواحد القهار ; সুতরাং কিছুকাল আল্লাহ তালার পাক জাত ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না।

كل من عليها فان ـ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام

## পুনরুত্থান।

কিছুকাল পরে আবার সৃষ্টি আরম্ভ হইবে। হজরত ইছ্রাফিলের প্রথম বার শিঙ্গা ফুকিবার ৪০ বৎসর পরে, আল্লাহ তালা তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া, আবার শিঙ্গা ফুকিবার আদেশ প্রদান করিবেন। এইবার বয়তোল মোকাদ্দছের ঝুলান পাথরের নিকট শিঙ্গায় ফুক দেওয়া হইবে। শিঙ্গা ফুকিলে প্রথমে আর্শ্ বাহক ফেরেস্তাগণ (ইঁহারা সংখ্যায় ৮ জন), তৎপর হজরত জিব্রাইল (আঃ), হজরত মিকাইল (আঃ) ও হজরত আজরাইল (আঃ) জীবিত হইবেন, এবং তৎপর আছ্মান, জামিন, চন্দ্র ও সূর্য্য নূতন আকারে পুনরায় সৃষ্টি করা হইবে। লোকের দেহ পুনর্গঠিত হইবে। সকলেরই দেহের গঠন অবিকল পূর্ব্ববৎ হইবে। দেহ প্রস্তুত হইবার পর আল্লাহ তালার আদেশে সমস্ত আত্মা

প্রবেশ করিবে। তৎপর হজরত ইছ্রাফিলের প্রতি সজোরে শিঙ্গায় ফুক দেওয়ার আদেশ হইবে। শিঙ্গায় ফুক দেওয়া মাত্রই সমস্ত আত্মা শিঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন ছিদ্র হইতে পিপীলিকা ও মক্ষিকার ন্যায় বাহির হইয়া, অতি দ্রুত বেগে উড়িয়া নিজ নিজ দেহে প্রবেশ করিতে বিন্দু মাত্রও ভুল করিবেনা। সকলই জীবিত হইয়া যাইবে। উল্লিখিত শিঙ্গা ফুকিবার ৪০ বৎসর পর, আবার শিঙ্গায় ফুক দেওয়ার আদেশ হইবে। এইবার শিঙ্গায় ফুক দেওয়া মাত্রই সমস্ত লোক শিশুগণের ন্যায় উলঙ্গ অবস্থায় মাটী ফাটিয়া অন্ধ, খোঁড়া, বোবা, বধির ও দুর্ব্বলাবস্থায় বাহির হইয়া আসিবে।

সর্ব্বাগ্রে আমাদের হজরত রছুল করিম (ছঃ) জমিন হইতে উঠিবেন। তৎপর যথা ক্রমে হজরত ইছা (আঃ), অন্যান্য নবিগণ, হজরতের ছাহাবগণ, সহিদগণ, মোমেন সকল, বদকার ও কাফেরগণ উঠিবে। আমাদের হজরতের ও ইছা নবির উভয় পার্শ্বে হজরত আবুবক্কর (রাঃ) ও হজরত ওমর (রাঃ) উঠিবেন। সহিদগণের ক্ষত স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিবে। সরাবিগণ মাতালের মত উঠিবে। সকলই শিঙ্গার (বয়তোল মোকাদ্দছের) দিকে ধাবিত হইবে।

## হাশরের মাঠে।

লোক সকল নিজ নিজ পয়গাম্বরের নিকট সমবেত হইবে এবং ভয়ে আকাশের পানে চাহিয়া থাকিবে। সর্ব্ব প্রথমে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) কে বেহেস্তের সাদা পোষাক পরাণ হইবে। তৎপর অমাদের হজরত নবি করিম (ছঃ) কে বেহেস্তের অতি সুন্দর উজ্জ্বল পোষাক পরিধান করান হইবে। অন্যান্য পয়গাম্বরগণকেও তাহাদের স্ব স্ব উপযুক্ত পোষাকে ভূষিত করা হইবে।

স্যূর্য্য অতি নিকটবর্ত্তী ও তীক্ষ্ণ হইবে। তাহার ভয়ানক উত্তাপে লোকের ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকিবে। এই ঘর্ম্মে পয়গাম্বর ও খাটি মোমেনগণের পায়ের তলা ও সাধারণ মোমেনগনের নিজ নিজ কর্ম্ম ফলানুসারে কাহারও পায়ের গোড়ালী, কাহার হাঁটু, কাহার কোমর, কাহারও বুক এবং কাহারও বা গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইবে। কাফেরগণ ঘর্ম্মের মধ্যে একেবারেই ডুবিয়া যাইবে।

আকাশের ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন, সূর্য্যের অসহ্য তাপ ও ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, লোক সকল মাটী খাইতে ও তাহাতে গড়াগড়ি দিতে থাকিবে। এই মহাসঙ্কট কালে আমাদের হজরত রছুল করিম (ছঃ) নিজের নেক ওম্মতগণকে কাওছর ঝরণার সুমিষ্ট ও সুশীতল পানি পান করাইবেন। অন্যান্য পয়গাম্বরগণও তাঁহাদের স্ব স্ব নেক ওম্মতগণকে নিজ নিজ ঝরণার পানি দান করিবেন।

এই ঘোর সঙ্কট কালে ৭ শ্রেণীর লোক আল্লাহ তালার পবিত্র আর্শের ছায়ায় স্থান লাভ করিয়া সূর্য্যের অসহ্য উত্তাপ হইতে মুক্তি পাইবেন :—(১) সুবিচারক বাদ্শাহগণ, (২) যাঁহারা যৌবনসুলভ যাবতীয় প্রলোভন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আল্লাহ তালার এবাদত্ বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন; (৩) যাঁহারা নামাজ ও অন্যান্য এবাদতের উদ্দেশ্যে মছ্জিদের সহিত সর্ব্বদা আন্তরিক সম্পর্ক রাখেন; (৪) যাঁহারা পরকালের আজাবের (শাস্তির) ভয়ে এবং আল্লাহ তালার মোহব্বতে, নীরবে কান্নাকাটি করেন; (৫) যাঁহারা নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল আল্লাহ তালার উদ্দেশ্যে, অপর কে বাহ্যিক ও আন্তরিক ভাবে ভাল বাসিয়া থাকেন; (৬) যাঁহারা আল্লাহ তালার উদ্দেশ্যে অতি গোপনে দান করিয়া থাকেন; (৭) যাঁহারা অতি সুন্দরী ও ধনী রমণীর প্রলোভন সত্ত্বেও নিজকে কুকর্ম্ম হইতে দূরে রাখেন।

মহাসঙ্কটে পতিত হইয়া, লোক সকল তাহা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য হজরত আদম (আঃ) সমীপে উপস্থিত হইয়া, নিবেদন করিবে, "হে আবুল বশর (মানবের পিতা), আল্লাহ তালা আপনাকেই সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং ফেরেস্তাগণ দ্বারা ছজ্দা করাইয়াছিলেন। আপনিই সর্ব্বাগ্রে বেহেস্তে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। আজ আল্লাহ তালার নিকট সুপারিশ করিয়া আমাদিগকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন।" তদুত্তরে হজরত আদম (আঃ) বলিবেন, "আজ আল্লাহ তালা মহাক্রুদ্ধ আছেন। আমি নিজেও নির্দ্দোষ নহি। পাছে আমার সেই পূর্ব্ব অপরাধের জন্য আল্লাহ তালা আমার উপরও ক্রুদ্ধ হন, তজ্জন্য শঙ্কিত আছি। অতএব আমার পক্ষে সুপারিশ করা অসম্ভব। তোমরা হজরত নূহ নবীর নিকট যাও।"

সকলে নূহ নবীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সুপারিশ প্রার্থী হইলে, তিনিও উক্ত কার্য্যে সাহসী হইবেন না; সকলকে হজরত ইব্রাহিম খলিলোল্লার নিকট যাইতে পরামর্শ দান করিবেন। উহারা তাঁহার নিকটও তদ্রূপ উত্তর লাভ করিয়া, তদীয় ইঙ্গিতানুসারে মুছা কলিমুল্লার নিকট উপস্থিত হইবে। কিন্তু তিনিও তাহাতে সাহসী না হইয়া, লোক সকলকে হজরত ইছা নবীর সমীপে উপস্থিত হওয়ার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিবেন। ইছা (আঃ) বলিবেন, আমার ওম্মৎগণের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে আল্লাহ তালার পুত্র এবং কেহ বা স্বয়ং খোদা বলিয়া উপাসনা করিত; তজ্জন্য আমি আল্লাহ তালার নিকট অতীব লজ্জিত আছি। তিনি পাছে আজ আমাকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেন, এই ভয়ে নিতান্ত ভীত আছি। অতএব তোমরা হজরত

হতাশ হৃদয়ে সকলে আমাদের হজরত রছুল করিমের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিবে, "হে আল্লাহ তালার প্রিয়তম নবি, আপনি আল্লাহ তালার নিকট সম্পূর্ণ নির্দোষ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা আপনার সুপারিশ কবুল করিবেন। এই ঘোর সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য, আপনার সুপারিশ ব্যতীত আমাদের আর কোন গতি নাই। আপনি আমাদের প্রতি সদয় হইয়া আজ আল্লাহ তালার নিকট সুপারিশ করুন।"

## মাকাম্ মাহ্মুদ।

লোকের প্রার্থনানুসারে হজরত নবি করিম (ছঃ) আল্লাহ তালার নিকট যাইতে উদ্যত হইবেন, এমন সময় আল্লাহ তালার আদেশে, হজরত জিব্‌রাইল (আঃ) বোরাক নামক এক বাহন লইয়া, তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইবেন। হজরত উক্ত বোরাকে আরোহণ করিয়া, আছমানের দিকে রওনা হইয়া যাইবেন। লোক সকল দেখিতে পাইবে যে, অতঃপর হজরত (ছঃ) এক সুপ্রশস্ত জ্যোতির্ম্ময় স্থানে প্রবেশ করিতেছেন। এই পবিত্র স্থানের নাম মাকাম মাহমুদ (প্রশংসনীয় স্থান)। আমাদের হজরত রছুল করিম (ছঃ) কে উক্ত জ্যোতির্ম্ময় স্থানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সকলেই তাঁহার ভুরি ভুরি প্রশংসা করিতে থাকিবে।

আল্লাহ তালা বলিয়াছেন, "আপনার আল্লাহ, আপনাকে 'মাকাম মাহমূদায়' পৌঁছছাইবেন।"

عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝

(এইস্থলে আমি কতিপয় 'কছিদা' উদ্ধৃত করার
লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।)

کرون میں تیری صفت کیا اللہ سُبْحَانَ اللہ سُبْحَان اللہ
زبان ہے گونگی ملائکونکی سبحان اللہ سبحان اللہ

কি করিব ওহে আল্লাহ্ প্রশংসা তোমার?
অসাধ্য হ'য়েছে যাহা ফেরেস্তা সবার।
বর্ণিবে তোমার যশ হেন সাধ্য কার?
একমাত্র তুমি আল্লাহ্, প্রশংসা আধার।

تیرا ھی شُہرا جہان میں پھیلا تو ھی ہے اللہ تو ھی ہے مولی
نبی ہے تیرا رسول تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ

ঘোষিছে জগত সদা প্রশংসা তোমার,
তুমিই মাবুদ আল্লাহ্ মনিব সবার।
আমাদের প্রিয় নবি প্রেরিত তোমার,
একমাত্র তুমি আল্লাহ্, প্রশংসা আধার।

خدا کا پیارا عرب کا دولہا مدینہ والا ہمارا آقا
خدا سے ملجا خدا کا پیارا سبحان اللہ سبحان اللہ

আল্লার পেয়ারা ওহে দুলা আরবের,
মদিনার অধিবাসী মনিব মোদের;
একমাত্র যিনি হন প্রশংসা আধার,
মিশে যাও তাঁর সাথে পেয়ারা তাঁহার।

تو کردے سیدھا نصیب میرا خدا کا پیارا شفیع ہمارا
تو ھی بھی ملجا مجھے بھی ماوا سبحان اللہ سبحان اللہ

ক'রে দাও হজরত ভাগ্য সোজা মম,
সুপারিশ কর্ত্তা তুমি, খোদা-প্রিয়-তম;
এক মাত্র অদ্বিতীয় মহান্ আল্লায়,
মি'শে যাও মি'শে যাও মিশাও আমায়।

رسول اللہ بے شک لائق وصف و ثنا تم ہو
محمد مصطفیٰ احمد حبیب کبریا تم ہو

আল্লার প্রেরিত নবি, পেয়ারা তাঁহার,
যথার্থই বট তুমি যোগ্য প্রশংসার।
মোহাম্মদ, আহমদ্ আদি নামে পরিচিত,
আল্লার পেয়ারা বন্ধু তুমিই নিশ্চিত।

لگا دو پار کشتی پھنس گئی گرداب عصیاں میں
کہ شاہا ناخدائے کشتی روز جزا تم ہو

মোদের তরণী পাপের আবর্ত্তে
ডুবিবার যোগ্য হইয়াছে হায়!
হাশর-কাণ্ডারী নবী মোসবার,
দাও হে লাগা'য়ে তীরেতে তাহায়॥

دل عشق محمد میں سرشار کسیکا
جاری ہے کہیں دیدۂ خونبار کسیکا

আছে কিহে হেন জন ঢালিয়াছে কায়মন
মোহব্বতে পেয়ারা নবির?
অথবা তাঁহার তরে ঢালিতেছে অকাতরে
আঁখি হ'তে প্রবাহ রুধির?

تو ختم رسل ہادی کل ماہ عرب ہو
یہ رتبہ کہاں سید ابرار کسیکا

তুমি শেষ পয়গাম্বর আরবের শশধর
সত্য পথ দর্শক সবার।
শ্রেষ্ঠ তুমি পুণ্যাত্মার এরূপ গৌরব আর
তোমা ভিন্ন আছে কি কাহার!

ہوتے نہ مددگار اگر سیدِ عالم ہوتا نہ سفینہ نہ کبھی پار کسیکا

জগত ছৰ্দ্দার নবি মোসবার
না হ'লে সহায় হাশর মাঝারে,
কাহার তরণী পার কি কখনি
হইতে পারিতো পাপের সাগরে !

کہدو کوئی محبوبِ خدا کو میرا احوال
بکتا ہے غلام یک سرِ بازار کسیکا

বল কোন নরে পেয়ারা নবিরে
প'রে মোহব্বত ফাঁস,
বিনা মূল্যে হায়, বাজারে বিকায়
অধম একটী দাস।

হজরত মাকাম মাহ্মূদ হইতে, আর্শের উপর যেই মাত্র আল্লাহ তালার নূরের তাজাল্লি ( জ্যোতিঃ ) দেখিতে পাইবেন, অমনি ছজ্দায় পতিত হইয়া ৭ দিবস পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকিবেন। তৎপর আল্লাহ তালার আদেশ হইবে, "মাথা উঠাও; তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহা শুনিব; তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহা দিব; যদি সুপারিশ কর, আমি তাহা কবুল করিব।" উহা শুনিয়া, হজরত ছজ্দা হইতে মস্তক উত্তোলন করিবেন এবং আল্লাহতালাকে এত ধন্যবাদ দিবেন ও তাঁহার এত প্রশংসা করিবেন যে, যাহা কেহই কখন করিতে পারে নাই; এবং বলিবেন, "হে আল্লাহতালা, আমি আপনার উপযুক্ত প্রশংসা করিতে পারি নাই। তৎপর নিবেদন করিবেন, আয় আল্লাহ তালা, আপনি জিব্রাইল দ্বারা আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, আমি যাহা চাহিব, আপনি আজ আমাকে তাহাই দিবেন। আমি আজ আপনার

করিবেন, "জিব্‌রাইল আপনাকে যে সংবাদ প্রদান করিয়াছিল, তাহা ঠিক ও সত্য। আমি নিশ্চয়ই আজ আপনাকে সন্তুষ্ট করিব এবং আপনার সুপারিশ কবুল করিব। আপনি জমিনে গমন করুন, আমি অবতরণ করিতেছি। আজ বিচারান্তে সকলকেই তাহাদের কৃতকার্য্যের ফল প্রদান করিব।"

## ফেরেস্তাগণ ও পবিত্র আর্শের অবতরণ।

আদেশ পাইয়া হজরত জমিনে নামিয়া আসিবেন। লোক সকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, "আমাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তালা কি আদেশ দিয়াছেন?" হজরত বলিবেন, "আল্লাহ তালা অবতরণ করিতেছেন; বিচারান্তে সকলকেই তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মফল প্রদান করিবেন।" এই সময় ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া, আকাশ হইতে একটী উজ্জ্বল জ্যোতিঃ (নূর) অবতীর্ণ হইয়া নিকটবর্ত্তী হইলে সকলেই ফেরেস্তাগণের তছ্‌বিহ ও তাহ্‌লিলের (লা এলাহা ইল্লাল্লাহ) শব্দ শুনিতে পাইবে। লোক সকল বলিয়া উঠিবে, 'আমাদের আল্লাহতালা এই নূরের মধ্যেই আছেন।' অবতীর্ণ ফেরেস্তাগণ তদুত্তরে বলিবেন, "আল্লাহ তালার মহত্ত্ব ও গৌরব ইহা অপেক্ষা ও অনেক অধিক। আমরা প্রথম আছমানের সাধারণ ফেরেস্তা মাত্র।" এই বলিয়া তাঁহারা লোকের চতুর্দ্দিকে অতিদূরে সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইবেন। তৎপর আর একটী ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা বড় একটী নূর অবতরণ করিলে, লোকেরা বলিয়া উঠিবে, "এই নূরের মধ্যেই আমাদের আল্লাহ তালা আছেন।" উত্তর হইবে, "আল্লাহ তালার 'শান' ইহা অপেক্ষাও অনেক বেশী। আমরা ২য় আছ্‌মানের ফেরেস্তা মাত্র।"

অতঃপর এই ফেরেস্তাগণ পূর্ব্বাগত ...

বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইবেন। উক্ত প্রণালীতে সাত আছমানের ফেরেস্তাগণ অপেক্ষাকৃত অধিক আড়ম্বরের সহিত পর পর জমিনে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ ভাবে পূর্ব্বাগত ফেরেস্তাগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন। লোক সকল প্রতি বারে তাঁহাদিগকে আল্লাহতালা বলিয়া ভ্রম করতঃ পূর্ব্ববৎ উত্তর পাইবে। অবশেষে, আল্লাহ তালার পবিত্র আর্শ মোয়াল্লার ফেরেস্তাগণ অবতরণ করিয়া, সর্ব্ব সম্মুখে প্রথম কাতারে দণ্ডায়মান হইবেন।

ফেরেস্তাগণের অবতরণ শেষ হইয়া গেলে, আল্লাহ তালা হজরত ইছরাফিল (আঃ) কে শিঙ্গা ফুকিবার আদেশ দান করিবেন। তিনি শিঙ্গায় ফুক দেওয়া মাত্রই লোকসকল অজ্ঞান হইয়া যাইবে। এই সময় আল্লাহ তালা পবিত্র আর্শের উপর আরোহণ করিয়া, অবতরণ করিবেন। আর্শ বাহক ফেরেস্তাগণ বয়তোল মোকদ্দছের ঝুলান পাথরের নিকট আর্শ মোয়াল্লা বহন করিয়া থাকিবেন। অচেতন থাকা বিধায় কেহই আর্শের অবতরণ দেখিতে পারিবে না।

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

আর্শ মোয়াল্লা আনীত হইলে, হজরত ইছরাফিলের প্রতি শিঙ্গা ফুকিবার আদেশ হইবে। শিঙ্গার ধ্বনি হইবা মাত্র, সকলেরই জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে। সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নবি করিম (ছঃ) সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবেন। তখন আল্লাহ তালার নূরের তাজল্লিতে আকাশ ভূমি সমস্তই জ্যোতির্ম্ময় হইয়া যাইবে। চন্দ্র সূর্য্যের দীপ্তি মলিন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। লোক সকল নীরব ভাবে অবস্থান করিবে।

আল্লাহ তালা, সর্ব্ব সাধারণকে বলিবেন, "সকলেই নীরব হও"। অতঃপর সম্বোধন পূর্ব্বক বলিবেন, "তোমরা পৃথিবীতে যাহা যাহা করিয়াছ ও বলিয়াছ তৎসমুদয়ই আমি অবগত

আছি। আমার ফেরেস্তাগণ ও তাহা লিখিয়া রাখিয়াছে। আজ তোমাদের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় বিচার করা হইবে না। তোমাদের কৃত কর্ম্ম তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে এবং তদনুরূপ ফল প্রদান করা হইবে।"

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

অতঃ পর আল্লাহতালার আদেশে, লোকদিগকে দেখাইবার জন্য, তথায় বেহেস্ত ও দোজখ আনীত হইবে। বেহেস্তকে অতীব সুসজ্জিত ভাবে উপস্থিত করা হইবে। দোজখের মহাগ্নির ভয়ঙ্কর উত্তাপ ও ভীষণ গর্জ্জনে সমস্ত লোকের সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া যাইবে। পয়গাম্বরগণের মুখে 'আমায় রক্ষা' 'আমায় রক্ষা' يَا نَفْسِي يَا نَفْسِي শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকিবে। কিন্তু আমাদের হজরত রছুল করিম (ছঃ) কেবল 'আমার ওম্মত' আমার ওম্মত শব্দ يَا أُمَّتِي يَا أُمَّتِي বলিতে থাকিবেন। দোজখের মহাগ্নির উত্তাপ, গর্জ্জন এবং দুর্গন্ধে লোক, এইরূপ ভীত, চকিত ও অস্থির হইয়া পড়িবে যে, যে ব্যক্তি যত অধিক পুণ্য কার্য্য করিয়া থাকুক না কেন, তখন বলিবে, "এই ভীষণ সঙ্কট হইতে উদ্ধারের উপযোগী কিছুই আমি পৃথিবীতে করিতে পারি নাই।"

যাবজ্জীবন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ স্বচ্ছন্দে এবং আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিয়াছে, এইরূপ এক ব্যক্তিকে কিয়ৎক্ষণ দোজখের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, পরে বিচার স্থানে উপস্থিত করা হইবে। আল্লাহ তালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "তুমি কি জীবনে কোন দিন সুখভোগ করিয়াছিলে?" সে ব্যক্তি উত্তরে বলিবে, "সম্প্রতি আমার সর্ব্বাঙ্গে এইরূপ যাতনা অনুভব হইতেছে

বলিয়া মনে হইতেছে না।" অতঃপর যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছে, তাহাকে ক্ষণ কাল বেহেস্তের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, পরে বিচার স্থানে উপস্থিত করা হইবে। আল্লাহ তালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "তুমি কি জীবনে কোন দুঃখ ভোগ করিয়াছিলে?" তদুত্তরে সে বলিবে, "সম্প্রতি আমার সর্ব্বাঙ্গে এইরূপ সুখানুভব হইতেছে যে, পৃথিবীতে আমি কোন কষ্ট পাইয়াছি বলিয়া আমার মনে স্থান পাইতেছে না।"

তৎপর লোকের 'আমল' বা কার্য্যগুলি আকারে গঠিত করিয়া উপস্থিত করা হইবে। নামাজ, রোজা, হজ্, জাকাত, কোরান-শরিফ তালাঅৎ, আল্লাহতালার জেকের প্রভৃতিকে পৃথক পৃথক দাঁড় করান হইবে। এছলাম বা কলেমা 'লা এলাহা ইল্লাল্লাহ' কে বিচার স্থানে উপস্থিত করিয়া, আদেশ দিবেন, "নিকটবর্ত্তী হও, যেহেতু তুমিই বিচারের মুল।" অতঃপর লোকদিগের হস্তে তাহাদের নিজ নিজ আমলনামা বা কার্য্য-পত্র প্রদান করা হইবে। সকলেই উহা দ্রুত পাঠ করিয়া, জীবদ্দশায় যে সকল কার্য্য করিয়াছে, তৎসমুদয় অবগত হইবে।

## কাফেরগণের বিচার।

সর্ব্বপ্রথমে কাফেরদের বিচার আরম্ভ হইবে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, "তোমরা আল্লাহ তালাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও পূজা করিয়াছিলে কিনা, অথবা শেরেক অর্থাৎ আল্লাহ তালার সহিত অন্য কাহাকেও উপাস্য জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলে কিনা? তাহারা উত্তর করিবে, "কখনই না, আমরা আল্লাহ তালা ভিন্ন অন্য কাহাকেও পূজা

করিয়াছিল, যাহাকে পূজা করিয়াছিল, যেই ফেরেস্তা তাহা লিখিয়াছেন, তাহারা সকলেই সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ইহার পরও কাফেরগণ সেরেক করে নাই বলিয়া অস্বীকার করিবে। তৎপর আল্লাহতালা তাহাদের বাক্‌শক্তি রহিত করিয়া দিবেন। তখন হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তাহারা যে সকল সেরেক কার্য্য করিয়াছে, সেই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সাক্ষীরূপে সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিবে।

اَلْيَوم نَخْتُمُ علىٰ أفواههم وتُكَلِّمُنَا أيديهم وتَشْهَدُ أرجُلُهُم بما كانوا يَكسِبُون

يومئذٍ تُحدِّثُ أخبارَها

উহার পরও কাফেরগণ নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিবে। তাহারা আল্লাহতালাকে বলিবে, "আপনার কোন আদেশ বা নিষেধ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছিলনা। পৃথিবীতে কেহই কোন দিন আমাদিগকে উহা জ্ঞাত করান নাই।" তখন আল্লাহ তালা নূহ নবিকে আহ্বান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিবেন, "আমার আদেশ ও নিষেধ তোমার সমসাময়িক লোকদিগকে অবগত করাইয়াছিলে কি না" তদুত্তরে নূহ নবি (আঃ) আরজ করিবেন, "আয় আল্লাহ তালা, আপনার আদেশাদি আমি যথাযথভাবে লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছি।" তাঁহার সময়ের কাফেরগণ তাহাও অস্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ তালা তাঁহার শেষ নবির ওম্মতগণকে (মোসলমানদিগকে) ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, "নূহ নবি যাহা বলিতেছে তাহা সত্য কিনা?" তাহারা উত্তর করিবেন, হাঁ, তিনি সত্যই বলিয়াছেন। তিনি যে আপনার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের কোরাণ সরিফেও উল্লেখ আছে। তৎপর আল্লাহ তালা আমাদের রছুল করিম (ছঃ)

আহ্বান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিবেন, "আপনার ওম্মতগণ উক্ত বিষয় যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য কিনা?" তিনি বলিবেন, "তাহারা সত্যই বলিয়াছে।"

وكذالك جعلنا كم امة وسطا لتكونوا شهداء على
الناس - ويكون الرسول عليكم شهيدا ٥

অন্যান্য পয়গাম্বরগণের সময়ের কাফেরগণও সেইরূপ তর্কবিতর্ক করতঃ নিরুত্তর হইয়া, অবশেষে নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার করিবে বটে, কিন্তু যাহার প্ররোচনায় পৃথিবীতে তাহারা সেরেক প্রভৃতি পাপ কর্ম্মে লিপ্ত ছিল, তাহার ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপাইতে চেষ্টা করিবে, এবং আল্লাহ তালার নিকট প্রার্থনা করিবে, "যাহাদের প্ররোচনায় পড়িয়া আমরা, পাপ কাজ করিয়াছি, তাহাদিগকে শাস্তি দাও; এবং আমাদিগকে আবার পৃথিবীতে পাঠাইয়া দাও, আমরা কাচ আর এইরূপ করিব না; আপনার আদেশানুসারেই চলিব।"

ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل

আদেশ হইবে, "আর তাহা হইবে না; তোমাদিগকে যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল।" তৎপর তাহাদের মনগড়া পুণ্য (?) কার্য্যগুলি পণ্ড বা বাতেল করা হইবে। এবং আদেশ হইবে যে, তোমাদের পরিচালকদের সঙ্গে চলিয়া যাও এবং স্বকৃত কার্য্যের ফল ভোগ কর।"

অনন্তর কাফেরদের পরিচালকগণকে উপস্থিত করা হইবে। কাফেরগণ উহাদিগকে দেখিয়াই চিনিতে পারিবে। যে সকল শয়তান পুতুল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতির নিষ্ফল পূজায় লোকদিগকে নিয়োজিত করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি আদেশ হইবে, "তোমাদের শিষ্যগণ সহ কর্ম্মফল ভোগ করিতে যাও।" সর্ব্বাগ্রে প্রথম

উত্তাপে পিপাসার্ত্ত হইয়া কাফেরগণ পরিচালকদের নিকট পানি চাহিবে। সম্মুখে পানির মত চক্‌চকে এক স্থান দেখিতে পাইয়া সকলেই সেই দিকে ধাবিত হইবে; কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিবে, উহা পানি নহে, আগুন—দোজখ মাত্র। তখন দোজখ হইতে এক প্রকার লম্বা গলা বিশিষ্ট জন্তু গলা বাড়াইয়া তাহাদিগকে সবলে তন্মধ্যে টানিয়া লইবে।

## দোজখে শয়তানের বক্তৃতা।

কাফেরগণ দোজখে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদের প্রধান গুরু ইবলিছ শয়তান, দোজখের অগ্নিময় উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, সকলকে নিকটে আহ্বান করিবে। সকলই চতুর্দ্দিক হইতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইবে। কারণ তাহাদের মনে হইবে, প্রধান গুরুমহাশয় এই ঘোর সঙ্কট কালে হয়ত মুক্তির কোন সন্ধান করিয়া দিবে। কিন্তু শয়তান সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিবে ঃ—

"আমি এক সময় এবাদত বন্দেগীতে আল্লাহ তালার প্রিয় পাত্র ছিলাম। ব্যক্তিগত বিশেষ কোন কারণে তোমাদের আদি পিতা হজরত আদমের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহতালার মহা ক্রোধে পড়িয়াছি, এবং অনন্তকালের জন্য বেহেস্ত হইতে বিতাড়িত ও বঞ্চিত হইয়াছি। তখন হইতেই এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আদম এবং তাহার বংশধরগণকে কুপথে পরিচালিত করিয়া তাহাদিগকেও বেহেস্ত হইতে বঞ্চিত ও দোজখ বাসের উপযোগী করিতেই হইবে। আমি আজীবন এই কর্ম্মেই কাটাইয়াছি। তোমরা আমার চির শত্রু সেই আদমেরই বংশধর। আমি মানব নই; জিন বা দেও

বিরুদ্ধে, আমার বংশীয় পুরুষদিগকে দেও বা দেব ও স্ত্রী লোকদিগকে দেবী বলিয়া পূজা করিতে। আমি বল পূর্ব্বক তোমাদের দ্বারা পাপ কার্য্য করাই নাই। তোমাদিগকে দোজখী করার নিমিত্ত কেবল নানা কুসংস্কারের পথ আবিষ্কার করিয়া দিয়াছিলাম মাত্র। আল্লাহ তালা কালে কালে মানব বংশ হইতে পয়গাম্বরগণ অবতীর্ণ করিয়া তোমাদিগকে সুপথ ও কুপথ চিনাইয়া দিয়াছিলেন। পয়গাম্বরগণ তোমাদিগকে কুপথ পরিত্যাগ করিয়া সুপথে চলিতে উপদেশও দিয়াছিলেন। কিন্তু তোমরা এমনই বোকা ছিলে যে, তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, আমারই কথানুসারে চলিয়াছিলে; এখন আমার ঘাড়ে দোষ না চাপাইয়া নিজ নিজকেই দোষী মনে করিয়া আপন আপন কর্ম্মের ফল ভোগ কর।" অতঃপর কাফেরগণ স্ব স্ব নির্ব্বুদ্ধিতায় অনুতপ্ত হইবে এবং নিজ নিজ পাপানুযায়ী দোজখে শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

## দোজখের বর্ণনা।

দোজখের বর্ণনা করা মানবের ক্ষমতার অতীত। ইহাকে সৃষ্টি করিয়া এক হাজার বৎসর জ্বলন্ত অবস্থায় রাখিলে তাহার রং সাদা হইয়া যায়। তৎপর এই অবস্থায় আরও এক হাজার বৎসর থাকিলে, তাহার রং লাল বর্ণ ধারণ করিয়া অবশেষে আরও এক হাজার বৎসর পর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ইহা ভয়ানক অন্ধকার ময়। পার্থিব অগ্নি অপেক্ষা দোজখের অগ্নির উত্তাপ ৭০ গুণ অধিক। দোজখের কোন স্থান ভয়ানক উত্তপ্ত; কোন স্থান অত্যন্ত শীতল; কোন স্থান বিষে পরিপূর্ণ; কোন স্থান অগ্নির উচ্চ পর্ব্বতময়; কোন স্থান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

বৃহৎ ও গভীর গর্ত্ত বিশিষ্ট। পাপিগণ তাহাদের স্ব স্ব পাপ অনুসারে, উক্ত বিভিন্ন স্থানে নানাপ্রকার শাস্তি ভোগ করিবে। দোজখের প্রকাণ্ড বিষধর সর্পে একবার দংশন করিলে, ৪০ বৎসর যাবৎ উহার বিষ-জনিত যন্ত্রণা দূর হইবে না। যদি কোন দোজখীর একখানা বস্ত্র আকাশ ও জমিনের মধ্যে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইত, তবে উহার তাপেও বিষাক্ত বাষ্পে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী তখনই ধ্বংস হইয়া যাইত। দোজখের কণিকা পরিমাণ অগ্নি, পৃথিবীস্থ কোন পাহাড়ে আসিয়া পড়িলে, তৎক্ষণাৎ উহা ভস্মে পরিণত হইয়া যাইত।

দোজখীদের দেহ সুবিশাল, চর্ম্ম কয়েক গজ পরিমিত পুরু, দন্ত দীর্ঘ ও উদর প্রকাণ্ড হইয়া যাইবে। নরকাগ্নিতে দেহ দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া আবার গঠিত ও ভস্মীভূত হইবে। এই প্রকার পুনঃ পুনঃ হইতে থাকিবে।

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُ هُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

কোন কোন দোজখীকে উচ্চ আগ্নেয় পর্ব্বতে উঠাইয়া নিম্নদিকে নিক্ষেপ করা হইবে। কোন কোন ব্যক্তিকে বিষধর সর্পে দংশন ও চর্ব্বন করিবে। কেহ কেহ রক্ত ও পূঁজ পরিপূর্ণ কূপে ডুবিয়া থাকিবে। কাহাকে ও গন্ধকের পোষাক এবং কাহারও গলায় জ্বলন্ত লোহার শিকল পরান হইবে।

অন্যান্য শাস্তি ব্যতীত দোজখীদের ক্ষুধার মাত্রা এত অধিক বাড়াইয়া দেওয়া হইবে যে, সমস্ত শাস্তি অপেক্ষা দারুণ ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিবে। দোজখিগণ ক্ষুধায় কাতর ও অস্থির হইয়া খাদ্যের জন্য কান্নাকাটী করিলে, তাহাদিগকে অতি তিক্ত ও লম্বা লম্বা কাঁটাদার এক প্রকার শক্ত খাদ্য দেওয়া হইবে। উহা মুখে দিলে গলায় আটক হইয়া থাকিবে; গিলিতেও পারিবে না, বাহির

'ও পারিবে না। বিষম যন্ত্রণায় পড়িয়া পানি পানি করিয়া চীৎকার করিবে। তখন এইরূপ গরম পানি দেওয়া হইবে যে তাহা মুখে দেওয়া মাত্রই ঠোঁট ও জিহ্বা বিগলিত হইয়া খসিয়া পড়িবে। তৎপর ঐ পানি পেটের ভিতর প্রবেশ করিয়া নাড়াভুঁড়ি, কলিজা ইত্যাদি জ্বালাইয়া গলাইয়া এবং সর্ব্ব শরীরে বিষম যন্ত্রণা দিয়া, পায়খানার পথ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে।

আল্লাহ তালা বলিয়াছেন, "যদি দোজখীদের খাদ্য 'জকুম' গাছের এক ফোটা রস পৃথিবীতে পড়িত, সমস্ত জগতবাসীর জীবন বিনষ্ট হইয়া যাইত। যদি এক বাল্‌তী গাচ্ছাক বা দোজখীদের ঘর্ম্ম বা পূঁজ পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইত' তাহার বিষম দুর্গন্ধে জগতবাসীদের বাঁচিয়া থাকা কঠিন হইত।"

لَوْ اَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قَطَرَتْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا
لَاَفْسَدَتْ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ مَعِيْشَتَهُمْ *
لَوْ اَنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهْرَاقُ فِى الدُّنْيَا لَاَنْتَنَ اَهْلَ الدُّنْيَا

দোজখিগণ নানাবিধ আজাব ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিবে, "আমাদিগকে মারিয়া ফেল।" এইরূপ হাজার বৎসর কান্নাকাটির পর উত্তর হইবে, "তোমরা চুপ থাক, তোমাদের কোন প্রার্থনাই গ্রাহ্য হইবে না। অনন্ত কাল তোমাদিগকে এই ভাবেই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।" বহুবার উক্ত রূপ কান্নাকাটি করিয়াও ঐরূপ উত্তর পাইবে। অবশেষে তাহাদের ছুরত বা আকৃতি, রূপান্তরিত হইয়া কেহ শূকর, কেহ বানর, কেহ কুকুর, কেহ গাধার আকৃতি ধারণ করিয়া পশুর ন্যায় চীৎকার করিতে থাকিবে।

কোন মোশ্‌রেক বেহেস্তে যাইতে পারিবে না। আল্লাহ তালা

দিয়াছেন। তাহারা অনন্তকাল দোজখে উচিত শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ - وَمَأْوَاهُ
النَّارُ خَالِدًا فِيهَا اَبَدًا

# মোছলমানগণের বিচার।

কাফেরগণ তাহাদের মাবুদের (উপাস্যের) সহিত দোজখে নিক্ষিপ্ত হইলে, হাশরের মাঠ কাফের শূন্য হইয়া যাইবে। তখন কেবল মোছলমানগণই তথায় সম্মিলিত ভাবে থাকিবেন! তখন আল্লাহ তালার নূরের জ্যোতিঃ বিকশিত হইবে ও প্রশ্নকরা হইবে, "সকলেই নিজ নিজ মাবুদের সহিত চলিয়া গিয়াছে; তোমরা কেন এখানে দণ্ডায়মান রহিলে?" সকলে উত্তর করিবে, "তাহারা নিজ নিজ মাবুদের সহিত চলিয়া গিয়াছে। আমাদের মাবুদ ও যখন আমাদিগকে লইয়া যাইবেন তখন আমরাও চলিয়া যাইব।" আল্লাহ তালা বলিবেন, "আমিই তোমাদের মাবুদ; অতএব তোমরা আমার সঙ্গে চল।" উহা যে বাস্তবিকই আল্লাহ তালার নূরের জ্যোতিঃ, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সকলে উত্তর করিবে, "তুমি আমাদের মাবুদ নও; অতএব আমরা তোমাকে চাহি না।" আদেশ হইবে, "তোমরা কি কখনও তোমাদের মাবুদকে দেখিয়াছ?" সকলে উত্তর করিবে "না, কখনই দেখি নাই। তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, দুনিয়াতে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেনা।" তৎপর সেই জ্যোতিঃ অদৃশ্য হইয়া আর একটী অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাওয়া মাত্র সকলেই ছজদায় পড়িয়া বলিবেন, "আপনিই আমাদের মাবুদ।" কিন্তু উহাদের মধ্যে যাহারা মোনাফেক থাকিবে তাহারা ছজদা

সমর্থ হইবে না। কটিদেশ শক্ত হইয়া যাওয়া বশতঃ তাহারা তখন পৃষ্ঠের দিকে চিৎপটাং খাইয়া পড়িয়া যাইবে।

মোছলমানদের মধ্যে বহু লোক বিনা বিচারে বেহেস্তে স্ব স্ব উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইবেন। হজরত নবি করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, "আমার ওম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা বিচারে বেহেস্তে স্থান পাইবে। এইরূপে আরও সত্তর হাজার লোক তাহাদের সঙ্গী হইবে।

وَعَدَنِى رَبِّى اَن يُّدْخِلَ الجنةَ من اُمَّتِى سبعين اَلفًا

لا حساب عليهم ولا عذابَ - مع كل اَلف سبعون اَلفا

যাহারা নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল আল্লাহতালার উদ্দেশে একে অন্যকে ভালবাসে, ইহাদিগকে আল্লাহ তালার আর্শের দক্ষিণ বা ডান পার্শ্বে নূরের মেম্বরের (বেদীর) উপর স্থান দান করা হইবে। যাহারা আল্লাহ তালার উপরে নির্ভর করিয়া, সাংসারিক কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সেই দিন তাহাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে। যাহারা দুনিয়ার প্রলোভন এড়াইয়া সাংসারিক কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পবিত্র এছলাম ধর্ম্ম প্রচারে অহরহ যত্নবান, যাহারা রাত্রিকালে নিবিষ্ট চিত্তে আল্লাহতালার এবাদত ও জেকেরে লিপ্ত, যাহারা সর্ব্বদা আল্লাহ তালার এবাদতে রত, এবং সম্পদ বিপদ সকল সময়েই কৃতজ্ঞ ও আল্লাহ তালার প্রশংসা করিতে অকুণ্ঠিত, তাহাদিগকে বিনা বিচারে বেহেস্তে স্থান দেওয়ার জন্য, সাধারণ লোক হইতে পৃথক করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইবে।

অবশিষ্ট মোছলমান ও মোনাফেকগণকেও কার্য্য-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করা হইবে। যাহারা নিজকে মুখে মোছলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে কিন্তু অন্তরপে কার্য্য

করে না বা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদিগকে মোনাফেক বলে। যাহারা যথানিয়মে নিবিষ্টচিত্তে নামাজ পড়িয়া থাকে, তাহাদিগকে পৃথক করিয়া এক দলে রাখা হইবে। এইরূপে রোজাদার, দাতা, হাজী, গাজী ( ধর্ম্ম যোদ্ধা ), বিনয়ী, বিচারক, আলেম, ধার্ম্মিক, মূর্খ, হত্যাকারী, লুণ্ঠনকারী, জেনাকার, মিথ্যাবাদী, সুদখোর সরাবখোর ও বেনামাজি ইত্যাদি দিগকে ও পৃথক পৃথক করিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন দলে রাখা হইবে। অতঃপর বিচার আরম্ভ হইবে।

যাঁহারা অহরহ আল্লাহতালার এবাদত করেন, তাঁহাদের বিচার সহজেই হইয়া যাইবে ঃ । فسوف يحاسب حسابا يسيرا

সর্ব্বপ্রথমেই নামাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নামাজ এক একটী মানুষের আকৃতি ধারণ পূর্ব্বক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। যাঁহারা পাক্ শরীরে, ঠিক সময়ে, যথা নিয়মে, বিনয় ও একাগ্রতার সহিত আল্লাহ তালাকে হাজির জানিয়া, নামাজ আদায় করেন, তাঁহাদের নামাজ একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মানুষের আকার ধারণ করিবে। যাহারা রুকু, ছজ্‌দা বা অন্য কোন অংশে ত্রুটী কিংবা অমনোযোগের সহিত নামাজ আদায় করে, তাহাদের নামাজের আকৃতির সেই সেই অংশ বিকৃত ভাবে তৎসমীপে উপস্থিত হইবে। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন লোকের নামাজের আকৃতির মধ্যে কোনটী চক্ষু, কোনটী হস্ত, কোনটী পদ, কোনটী নাসিকা, কোনটী বা কর্ণ ইত্যাদি শূন্য হইয়া উপস্থিত হইবে। যাহার নামাজের আকৃতির যে অঙ্গহীন হইবে, তাহাকে সেইজন্য দোষী সাব্যস্ত করা হইবে। কাহারও কাহারও নামাজ একেবারেই অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। ৭০ রাকাত নফল নামাজ দ্বারা এক রাকাত ফরজ নামাজের ক্ষতি পূরণ করা হইবে।

নামাজের বিচার শেষ হইলে, অন্যান্য এবাদতের বিচার আরম্ভ হইবে; যথা, রোজা, হজ, জাকাত, জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ ইত্যাদি। কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিলে, যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার পুণ্য, অত্যাচারের মাত্রানুসারে যাহার উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহাকে দেওয়া হইবে। যদি তাহার পুণ্যে না কুলায়, তবে যাহার উপর অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহার পাপ উহাকে দেওয়া হইবে। কিন্তু কোন কাফের এই প্রকারে প্রাপ্ত পুণ্য দ্বারা বেহেস্তে যাইতে পারিবে না। তবে দোজখে তাহার ঐ পরিমাণ শাস্তি কম হইবে মাত্র। কাহাকেও অকারণে বা অনুপযুক্ত কারণে হত্যা করিলে, হত্যাকারী দোজখে যাইবে। দুগ্ধে পানি মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিলেও দোজখে যাইয়া ঐ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এই প্রকারে পর ধন হরণ, কাহাকেও গালি দেওয়া বা অসম্মানিত করা, স্ত্রীর প্রতি অসদ্ব্যবহার, স্বামী প্রতি অভক্তি, পিতামাতার মনঃপীড়া দান প্রভৃতির জন্যও দোজখে ফলভোগ করিতে হইবে। হালাল ধন উপার্জ্জন ও সৎপথে উহা ব্যয় করা হইয়াছে কিনা, সন্তানগণকে দিনি এলেম শিক্ষা দেওয়াও পাপকার্য্য না করিবার জন্য তাড়না করা হইয়াছে কিনা, হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধি ইত্যাদি সৎকার্য্যে ব্যবহার করা হইয়াছে কিনা, পুঙ্খাণুপুঙ্খ ভাবে বিচার হইবে।

## তরাজু।

লোক সকলের পাপপুণ্য ওজন করিবার জন্য, আল্লাহতালার কৌশলময় (কুদরতি) কোন প্রকার তরাজু বা তুলাদণ্ড থাকিবে। উহা পৃথিবীর তরাজুর মত নহে। ওজনে নেক বা পুণ্য কার্য্যের পাল্লাভারি হইলে বেহেস্তে ও বদ বা পাপের

পাল্লা ভারি হইলে দোজখে যাইতে হইবে। কিন্তু পাপের মাত্রা যে পরিমাণ বেশী হইবে, দোজখে সেই পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর, বেহেস্তে আসিয়া সুখ ভোগ করিবে।

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ...... نَارٌ حَامِيَةٌ

নিয়ত বা উদ্দেশ্য সৎ হইলে, ঐ সময় সামান্য নেক কাজ ও ওজনে বেশী হইবে : انما الاعمال بالنيات।

যাহাদের পাপ পুণ্য সমান হইবে, তাহারা বেহেস্ত ও দোজখের মধ্যবর্ত্তী 'আরাপ' নামক স্থানে স্থান পাইবে। উহাতে বেহেস্তের শীতল ও সুগন্ধ বায়ু সেবিত আরাম এবং দোজখের উত্তপ্ত ও দুর্গন্ধময় বাতাস জনিত কষ্ট উভয়ই অনুভূত হইবে। কাফের শিশুগণও উক্ত 'আরাপে' স্থান পাইবে। আরাপ বাসীরা আমাদের হজরত নবি করিমের সুপারিশে অবশেষে বেহেস্তে স্থান লাভ করিবে।

## পুল-ছেরাত্।

দোজখের উপর একটী পুল বা সেতু থাকিবে; ইহার নাম পুলছেরাত্। এই পুল-ছেরাত পার হইয়া সকলকে বেহেস্তে যাইতে হইবে। পুলটী চুল অপেক্ষাও অধিক সরু, তরবারী অপেক্ষা ধারাল এবং রাত্রি অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময়। পুলটী পনর হাজার বৎসরের পথ; পার হওয়ার সময় লোকের ভিড়ে ইহা ভয়ঙ্কর টলমল করিতে থাকিবে। পুল পার হওয়ার আদেশ হইলে, হাশর ময়দান অন্ধকারময় হইয়া যাইবে। লোক সকল আপন আপন পয়গম্বরের সহিত উহা পার হওয়ার আদেশ পাইবে।

সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নবি করিম (ছঃ) এবং তাঁহার নেককার ওম্মতগণ পুল অতিক্রম করিয়া যাইবেন। তৎপর অন্যান্য পয়গাম্বরগণ তাঁহাদের স্ব স্ব নেককার ওম্মতগণ সহ উহা পার হইবেন। লোক সকল পুলের নিকট উপস্থিত হইলে, আল্লাহ তালা আদেশ করিবেন, "লোক সকল, তোমরা চক্ষু বন্ধ কর; আমার প্রিয়তম নবীর প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমা পুল অতিক্রম করুক।" সকলে তাহাই করিবে। পুনরায় পুল পার হওয়ায় সময়, মহাভয়ে কাহারও মুখ দিয়া কথা ফুটিবেনা। কেবল পয়গাম্বরগণ শব্দ করিবেন, اللهم سلم سلم 'আল্লাহতালা নিরাপদে পার কর'।

ইমানের মাত্রানুসারে প্রত্যেক মোমেনের সঙ্গে নূরের আলো থাকিবে। কাহারও সাম্নে ও পিছনে, কাহারও মাত্র সাম্নে আলো থাকিবে। কেহ মাত্র সামান্য আলো দেখিতে পাইবে; কেহ মাত্রই আলো দেখিতে পাইবে না।

লোক সকল নিজ নিজ পাপ পুণ্যের মাত্রানুসারে পুলের দূরত্ব, নিকটত্ব ও কষ্ট অনুভব করিবে। কেহ চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে পুল পার হইয়া যাইবে। কেহ প্রবল বায়ু বেগে, কেহ সবল পাখীর তেজে, কেহ সতেজ ঘোড়ার গতিতে, কেহ বলবান উষ্ট্রের বেগে পুল পার হইয়া যাইবে। কেহ হাটিয়া অতি কষ্টে উহা অতিক্রম করিবে। এই সময় পুলের নিম্নস্থ দোজখের এক প্রকার প্রকাণ্ডকায় জন্তু লম্বা গলা বাড়াইয়া কোন কোন লোককে দংশন করিবে এবং কাহাকেও বা দোজখে টানিয়া লইবে। এই ঘোর সঙ্কট হইতে নামাজ, রোজা, কোরবানি, দরূদ ও অন্যান্য এবাদত, লোক দিগকে উদ্ধার করিবে।

মোমেনগণ পুল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, মোনাফেকগণ ঘোর অন্ধকারে বিষম প্রমাদ গণিবে। তাহারা তখন উচ্চৈঃস্বরে

মোমেনদিগকে ডাকিয়া বলিবে, "ভ্রাতৃগণ, একটু অপেক্ষা কর; তোমাদের আলো দ্বারা আমরাও পার হইয়া যাই।" মোমেনগণ উত্তরে বলিবে, "একটু পশ্চাতে যাও; আমরা যেস্থান হইতে আলো আনিয়াছি, তোমরাও সেইস্থান হইতে আলো লইয়া আইস।" মোনাফেকগণ পশ্চাতে যাইয়া আরও অন্ধকারে পতিত হইবে। তৎপর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া, দেখিতে পাইবে যে, এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা পুলের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তখন তাহারা ক্রন্দনের সহিত মোমেনদিগকে ডাকিয়া বলিবে, "ভ্রাতৃগণ, দুনিয়াতে কি আমরা সম্পদে বিপদে তোমাদের সঙ্গী ছিলাম না যে, আজ আমাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছ?" মোমেনগণ উত্তর করিবে, "ছিলে বটে, কিন্তু কেবল মুখেই, অন্তরে নহে। প্রকাশ্যে আমাদের সঙ্গে কিন্তু অন্তরে বিধর্মীদের সঙ্গে ছিলে। বিধর্মীদের নিকট আমাদের কুৎসা রটনা করিয়া, আমোদ উপভোগ করিতে; এইক্ষণও তাহাদের দলে যাইয়া মিশ।" ইত্যবসরে দোজখের অগ্নিতে বেষ্টিত হইয়া, উহারা দোজখের নিম্নতম স্তরে নিপতিত হইবে। আল্লাহতালা বলিয়াছেন, "হে মোমেনগণ, তোমরা নিজকে এবং নিজ পরিজন বর্গকে ঐ অগ্নি হইতে রক্ষা কর, যাহার জ্বালানি কাষ্ঠ মানুষ এবং পাথর : يا أيها الناس قوا أنفسكم و أهليكم نارا التي وقودها الناس و الحجارة

# দোজখের স্তর।

قال الله تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم

দোজখের সাতটী স্তর আছে। স্তরগুলি একটী অন্যটীর নিম্নে নিম্নে অবস্থিত। প্রথম বা সর্ব্বোচ্চ স্তর অপেক্ষা তন্নিম্নস্থ ২য় স্তর ৭০ গুণ অধিক যাতনা দায়ক।

এই প্রকারে প্রত্যেক পরবর্ত্তী বা নিম্নস্তরই তদুপরিস্থ স্তর অপেক্ষা অত্যধিক যাতনা দায়ক। সুতরাং ৭ম বা সর্ব্ব নিম্নস্তর সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ যাতনা দায়ক। মোছলমান গুণাহগার সকল, যথা—মিথ্যাবাদী; মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা, সত্য গোপনকারী, পিতা মাতার অবাধ্যাচারী, স্বামীর অবাধ্যাচারিণী, চোর, সুদখোর, ঘুষখোর, সরাবখোর, যাঁদুকর, জুয়ারী, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী, জেনাকার, গিবত বা কুৎসা রটনা কারী, আমানত খেয়ানত কারীও এতিমের ধন আত্মসাৎকারী ইত্যাদি প্রথম বা সর্ব্বোচ্চ স্তরে নিজ নিজ পাপানুযায়ী শাস্তি ভোগ করিবে। যাহারা মনোযোগ সহকারে নামাজ আদায় করেনা, তাহারা এই স্তরস্থিত 'ওয়ায়েল' নামক স্থানে শাস্তি ভোগ করিবে। এহুদিগণ ২য় স্তরে, নাছারাগণ ৩য় স্তরে, চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র পূজকগণ ৪র্থ স্তরে, অগ্নিপূজকগণ ৫ম স্তরে, পৌত্তলিক ও মোশরেকগণ (যাহারা আল্লাহতালা ব্যতীত অন্যকেও পূজা করে) ৬ষ্ঠ স্তরে এবং মোনাফেক বা কৃত্রিম মোছলমানগণ ৭ম বা সর্ব্ব নিম্নস্তরে নিজ নিজ পাপের মাত্রানুসারে নানাপ্রকার শাস্তিভোগ করিবে।

হাশরের দিন দোজখ হইতে হারিশ বা হোরাইশ নামক একটী সুবৃহৎ অজাগর বাহির হইবে। ইহার মুখ আকাশে ও লেজ পাতালে থাকিবে। যাহারা নামাজ পড়ে না, জাকাত দেয় না, সুদ খায়, সরাব পান করে ও মছজিদে সাংসারিক গল্পাদি করিয়া থাকে, তাহাদিগকে মুখে লইয়া উক্ত সর্পটী দোজখে নামিয়া পড়িবে।

এক বেলা নামাজ না পড়িলে, ৪০ বৎসর কাল দোজখে শাস্তিভোগ করিতে হইবে। যাহারা আলস্য ও অমনোযোগিতা সহকারে বা অসময়ে নামাজ পড়ে, যাহারা বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দ্রব্য দেয় ও যাহারা ওয়াদাখেলাপ বা অঙ্গীকার

ভঙ্গ করে, তাহাদিগকে 'ওয়ায়েল' নামক দোজখে, শূলিতে দিয়া শাস্তি দেওয়া হইবে : فويل للمصلين ۰ الذين هم عن صلوتهم ساهون * ويل للمطففين ا الذين ...... الخ

যাহারা অলঙ্কার, সোণা, চাঁদি ও টাকা ইত্যাদির জাকাত দেয়না, দোজখে ঐ সকল দ্রব্যাদি অগ্নিতে পোড়াইয়া তদ্দ্বারা তাহাদের কপাল, পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি স্থান দগ্ধ করা হইবে। يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم الخ

যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া থাকে, দোজখে তাহাদের জিহ্বা টানিয়া লম্বা করতঃ উহাতে অগ্নির পেরেক মারা হইবে। তাহাদের উভয় ঠোঁট পুরু এবং ওষ্ঠ মস্তক পর্য্যন্ত ও অধর পদতল পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া যাইবে। মুখ দিয়া রক্ত ও পুঁজ পড়িতে থাকিবে এবং তাঁহাদিগকে অতি গরম পানি পান করিতে দেওয়া হইবে।

যাহারা পিতামাতাকে কষ্ট দিয়া থাকে, দোজখে তাহাদিগকে গন্ধকের পোষাক পরান হইবে এবং লৌহের গদাঘাতে তাহাদের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে থাকিবে।

দোজখে সুদখোরদের উদর, অতি প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় হইবে। পেটের মধ্যে অসংখ্য সর্প প্রবেশ করিয়া দংশন করিতে থাকিবে। পায়ে ভারি ভারি আগ্নেয় শিকল পরান হইবে। ভয়ানক যন্ত্রণায় তাহারা গাধার ন্যায় চীৎকার করিতে থাকিবে।

দোজখে সরাবখোরদিগের গলায়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নির পাত্র লটকাইয়া দেওয়া হইবে ; তাহাদিগকে অগ্নির শূলে গাঁথা হইবে। ইহাদের মুখের দুর্গন্ধে অন্যান্য দোজখীরা অস্থির হইয়া বলিবে, আমাদের মস্তিষ্ক পঁচিয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধাবস্থায় যাহারা কুকর্ম্ম করিয়া থাকে, উহাদিগকে দাঁড়ি ধরিয়া হেঁচড়াইয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। ব্যভিচারী

যুবকদিগকে পা হেঁচড়াইয়া দোজখে ফেলা হইবে। জেনাকারিনী স্ত্রীলোকদিগকে চুল ধরিয়া টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। জেনাকারীদিগের প্রস্রাব-দ্বার হইতে এইরূপ অগ্নিও দুর্গন্ধ নির্গত হইবে যে, তাহা অন্যান্য দোজখীদেরও অসহ্য হইয়া উঠিবে। ইহাদের পা ও গলায় ভারি ভারি অগ্নির শিকল আটিয়া দেওয়া হইবে। হস্ত, পদ ও চক্ষু প্রভৃতি দ্বারা ও জেনা হয়। তজ্জন্য বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। স্বামী সেবা নাকরায়, বেপর্দ্দায় চলায় ও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলায়, অনেক স্ত্রীলোক দোজখে কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে।

যাহারা আমানতে খেয়ানত করে, তাহারা পুলছেরাত পার হওয়ার সময়ই দোজখে পতিত হইয়া, ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। চোগল খোরদিগের (যাহারা একের রহস্য, তাহার অসাক্ষাতে অন্যের নিকট ব্যক্ত করে) কাণে সীসা গলাইয়া ঢালিয়া দেওয়া হইবে। প্রাণি-চিত্রাঙ্কনকারিগণকে তদীয় অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে প্রাণ দেওয়ার আদেশ করা হইবে। তাহারা নিশ্চয়ই তাহা করিতে পারিবে না; কাজেই দোজখে কঠিন সাজা ভোগ করিতে থাকিবে।

হজরত নবি করিম (দঃ) বলিয়াছেন, "মানবগণ, তোমরা কাঁদিতে থাক, যদি কান্না না আসে, তবে নিজকে জোর করিয়া কাঁদাও। কারণ দোজখিগণ এইরূপ কান্নাকাটি করিবে যে, তাহাদের চক্ষের পানি মুখ প্রদেশ ভাসাইয়া ঝরণার ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকিবে। তৎপর এই পানি শুকাইয়া চক্ষু হইতে রক্ত বহিতে বহিতে উহা ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইবে। এই জল ও রক্তের মধ্যে নৌকা

قال صلعم : يا أيها الناس ابكوا - فان لم تستطيعوا فتباكوا فان أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كانها جداول حتى تنقطع الدموع - فتسيل الدماء فتقرح العيون - فلو أن سفنا أزجيت فيها لجرت •

অতএব (অধম ওছমান বলিতেছে) ওহে পেয়ারা নবির পেয়ারা উম্মতগণ, কাঁদ; দিবা রাত্রি কাঁদ; জীবন ব্যাপীয়া কাঁদ; কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু শুকাইয়া ফেল; বুক ভাসাইয়া দাও। দেহে জীবন থাকিতে যত পার কাঁদিয়া লও; ইহাতে সুফলই ফলিবে। মৃত্যুর পর অনেক কাঁদিতে হইবে বটে, কিন্তু, হায়, তাহাতে কোনই ফলোদয় হইবে না। অতএব আইস ভাই, হজরতের আদেশটী পালন করিয়া, সকলে মিলিয়া, আল্লাহতালার নিকট একবার কাঁদিয়া লই। কাঁদিতে কাঁদিতে কান্না বন্ধ হইয়া যা'ক বা প্রাণ বাহির হইয়া যাক।

## হজরতের সুপারিশ।

নেককারগণ পুল অতিক্রমপূর্ব্বক বেহেস্তের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, আমাদের হজরত নবি করিম (ছঃ) নিজ পবিত্র হস্তে উহার দ্বার খুলিয়া দিবেন। লোক সকল প্রবিষ্ট হইয়া নিজ নিজ উপযুক্ত স্থানে আসন গ্রহণ করিবেন। বেহেস্তে হজরত নবি করিম (ছঃ) নিজেই তাঁহার ওম্মতগণের তত্ত্বাবধান করিবেন। এই সময় সমস্ত বেহেস্তবাসীর অনুপাতে হজরতের বেহেস্তী ওম্মতগণের সংখ্যা চারি ভাগের এক ভাগ হইবে মাত্র। অনুসন্ধানে হজরত জানিতে পারিবেন, তাঁহার বেহেস্তী ওম্মতগণের বহু আত্মীয় স্বজন দোজখে পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তিনি অতীব দুঃখিত হৃদয়ে ছজদায় পতিত হইয়া ৭ দিবস যাবত

আল্লাহতালার নিকট সানুনয় প্রার্থনা করিবেন, "হে করুণাময়, আমার গুণাহগার ওম্মতগণকে দোজখ হইতে মুক্তি দিয়া, বেহেস্তে স্থান দান করুন।" আল্লাহতালা হইতে উত্তর হইবে, "হে আমার প্রিয় নবি, আপনার ওম্মতগণের মধ্যে যাহাদের হৃদয়ে এক ধান্য পরিমাণও ইমান আছে, আপনি স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে বেহেস্তে লইয়া যাউন।" তচ্ছ্রবণে হজরত নবি করিম (ছঃ) স্বীয় বেহেস্তী ওম্মতগণ সহ দোজখের দ্বার দেশে উপনীত হইবেন এবং তাহাদের আত্মীয় বন্ধুদিগকে সঙ্গে লইয়া, বেহেস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এই সময় হজরতের বেহেস্তবাসী ওম্মতের সংখ্যা, সমুদয়ের এক তৃতীয়াংশ হইবে। পুনরায় হজরত অনুসন্ধানে জানিতে পারিবেন, যে এখনও তাঁহার বহু ওম্মত দোজখে পড়িয়া আছে। তিনি আবার ছজ্‌দায় পড়িয়া, আল্লাহতালার সমীপে সকাতরে প্রার্থনা করিলে, উত্তর হইবে, "হে আমার প্রিয় নবি, আপনার দোজখস্থ ওম্মতগণের মধ্যে, যাহাদের অন্তরে তিল পরিমাণ ও ইমান আছে আপনি স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে বেহেস্তে লইয়া যাউন।" এবার ও হজরত তাহাই করিবেন। এইবার বেহেস্তে হজরতের ওম্মতের সংখ্যা অর্দ্ধেক হইবে। আবার তদন্তে জানিতে পারিবেন এখনও অনেক ওম্মত দোজখে আছে। তিনি আবার ছজ্‌দায় পড়িয়া, কাকুতি মিনতি করিলে, যাহাদের মনে বালুকা বা বালুকার্দ্ধ পরিমাণ ও ইমান আছে, তাহাদিগকে ও বেহেস্তে লইয়া আসিবার আদেশ হইবে। এবার বেহেস্তে হজরতের ওম্মতের সংখ্যা দ্বিগুণ হইবে।

সর্ব্বশেষে হজরত নবি করিম (ছঃ) ছজদায় পড়িয়া বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিবেন, "আয় আল্লাহ তালা, যে সকল লোঁকের সময় কোন পয়গাম্বর ছিল না; অথচ আপনিই যে একমাত্র মাবুদ

তাহাতে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহারা অন্য কাহাকেও পূজা করে নাই, তাহাদের মুক্তির জন্য, সুপারিশ করিতে আমাকে অনুমতি দান করুন।" আল্লাহতালা হইতে উত্তর হইবে, "আমি তাহাদিগকে ভুলিয়া যাই নাই; তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া, বেহেস্তে পাঠাইতেছি।" বিচারের প্রারম্ভ হইতে এই পুর্য্যন্ত পঞ্চাশ হাজার বৎসর অতীত হইয়া যাইবে। সুতরাং উহারা উক্ত সুদীর্ঘকাল দোজখে শাস্তি ভোগ করার পর তখন বেহেস্তে স্থান পাইবে। দোজখ হইতে নির্গত হইয়া, বেহেস্তের সম্মুখস্থ 'আবে-হায়াত' নামক ঝরণায় ডুব দিয়া উঠিলেই উহাদের দেহ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের ঘাড়ে এক প্রকার কাল চিহ্ন থাকিয়া যাইবে। বেহেস্তে উহারা 'জাহান্নামী' বলিয়া কথিত হইবে। কিন্তু কয়ৎকাল বেহেস্তে থাকার পর, আল্লাহতালার নিকট প্রার্থনা করিলে, উহাদের উক্ত চিহ্ন ও জাহান্নামী নাম ঘুচিয়া যাইবে।

আল্লাহতালা কেয়ামতের দিন আমাদের নবি করিম (ছঃ)কে সুপারিশ ও সম্মানের টুপিদ্বারা বিভূষিত করিবেন এবং মাকাম মাহমুদায় (প্রশংসনীয় স্থানে) আসন প্রদান করিবেন। ইহাতে তিনি আল্লাহতালার নিকট হইতে সকলের সম্মুখে যার পর নাই সম্মান লাভ করিবেন। এই প্রকার ঘোর সঙ্কট কালে ও হজরত সুপ্রশস্ত জ্যোতির্ম্ময় স্থানে উক্তরূপ গৌরবও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া, সমস্ত পয়গাম্বর ও আওলিয়াগণ এক দৃষ্টে হজরতের পানে চাহিয়া থাকিয়া, তাঁহাকে অগণিত ধন্যবাদ দিবেন। সেইদিন আল্লাহ তালার সমীপে হজরত যাহা প্রার্থনা করিবেন, আল্লাহ তালা তাহাই কবুল করিবেন।

হজরত নবি করিম (ছঃ) বলিয়া গিয়াছেন, "আমি কয়েক শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত নিশ্চয়ই সুপারিশ করিব;—
(১) যাহারা আমার রওজা মোবারক (কবর শরিফ) জেয়ারত

করিবে : من زار قبری وجبت له شفاعتی (২) যাহারা আমার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা দরূদ পড়িবে ; (৩) যাহারা মক্কা ও মদিনায় মৃত্যু ঘটা পুণ্যজনক বলিয়া বিশ্বাস করে ও তথায় মৃত্যু ঘটে।

হজরতের নিজ সুপারিশ ব্যতীত, তাঁহার ওম্মতভুক্ত সহিদ, হাফেজ, ও আলেমগণ দ্বারা সুপারিশ করাইয়াও তিনি উহাদের আত্মীয় বান্ধব ও অন্যান্য বহুলোককে বেহেস্তে নিয়া যাইবেন।

يشفع يوم القيامة ثلاثة : الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء

আমাদের নবি করিমের সুপারিশ কবুল হইয়াছে দেখিয়া অন্যান্য পয়গাম্বরগণ ও তাঁহাদের স্ব স্ব দোজখী ওম্মতগণের জন্য সুপারিশ করিবেন এবং অনেককে বেহেস্তে নিয়া যাইবেন।

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك •

কিন্তু আল্লাহ তালা কোনও মোশ্‌রেক্‌কে মাপ করিবেন না ; অন্যকে মাপ করিতে পারেন।

دوستو ميدان محشر ميں شفيع المذنبين
اُمتی يا اُمتی كهكر بلاتے جا ئينگے

হাসরের মাঠে বিষম সঙ্কটে
গণিব প্রমাদ আমরা যবে,
হ'য়ে ব্যস্ত অতি, নবি মহামতি,
ডাকিবে ওম্মতি ওম্মতি রবে!

هم گنهگاروں كے خاطر حشر كے دن شاه دين
زير عرش كهڑيا آنسو بهاتے جا ئينگے

হাশরের দিন উপায় বিহীন
হইব যখন পাপী আমরা,
পবিত্র আর্শের নীচে রে'খে ছের
বহা'বেন নবি আঁখির ধারা!

بخشوا کر ہم گنہگاروں کو شاہ دین کے ،
خانۂ فردوس میں ہمکو بساتے جائینگے

আমাদের ধর্ম্মরাজ, কঠিন হাসর মাঝ
সুপারিশে গুণা করা'য়ে খণ্ডন;
দলে দলে নিয়ে আমাদেরে দিয়ে
ভরাইতে থাকিবেন ফের্‌দাওছ্ ভবন।

نبی اپنی اُمت پر عاشق نہوتے
تو اُمت کی مشکل کشائی نہوتی

যদি না হইত নবী ওম্মতে আসক্ত,
(ওম্মত না হ'ত যদি তৎপ্রতি ভক্ত)
তা'হলে সঙ্কটে তারা পাইত না ত্রাণ,
(শেষ নবি-ওম্মতের ভাগ্য কি মহান্‌! )

তুমি হে এছলাম রবি হাবিবুল্লা শেষ নবি।
নত শিরে তোমায় নমি মোহাম্মদ এয়া রাছুলাল্লাহ॥
ধর্ম্ম রক্ষা সত্য রক্ষা করিতে ওম্মতে রক্ষা।
পাসরিলে আত্মরক্ষা মোহাম্মদ এয়া রাছুলাল্লাহ॥
সশরীরে সবাহনে বারিতালা সন্নিধানে।
গিয়াছিলে সসম্মানে মোহাম্মদ এয়া রাছুলাল্লাহ॥
পাপিগণে তরাইতে ভ্রমাধাঁর ঘুচাইতে।
তোমা ছাড়া নাই জগতে মোহাম্মদ এয়া রাছুলাল্লাহ॥
কি সম্পদ কি বিপদ ভরসা তোমারই পদ।
পরকালে নিরাপদ মোহাম্মদ এয়া রাছুলাল্লাহ॥
রক্ষ হে দয়ার সিন্ধু ওহে বারিতালা বন্ধু।
পার কর ভবসিন্ধু মোহাম্মদ এয়া রাছুলাল্লাহ॥
গাইব তোমার গান হৃদে বল কর দান।
দেও পদে বিন্দু স্থান মোহাম্মদ এয়া রাছুলাল্লাহ॥

## বেহেস্ত।

বেহেস্তিগণ বেহেস্তে স্বস্ব কার্য্যানুরূপ স্থান লাভ করার পর, পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিয়া, দোজখীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন এবং বলিবেন, তাহারা ত সংসারে আমাদের সহিত কতই না তর্ক বিতর্ক করিত; না জানি, এখন দোজখে কি অবস্থায় আছে।" আল্লাহতালার আদেশে তখন দোজখের জানালা উদঘাটিত হইয়া যাইবে। সুতরাং বেহেস্তিগণ দোজখী-দিগকে ও দোজখীরা বেহেস্তিগণকে দেখিতে পাইবে। তখন দোজখীরা কাঁদিতে কাঁদিতে বেহেস্তীদের নিকট খাদ্য ও পানীয় ভিক্ষা করিবে। বেহেস্তীরা বলিবে, "আল্লাহ তালা এই সকল বস্তু তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করিয়াছেন। তিনি ত পূর্ব্বেই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার আদেশানুযায়ী চলিলে পরকালে বেহেস্তের অফুরন্ত সুখ ভোগ করিতে পারিবে; আর উহা অমান্য করিয়া পাপ কার্য্য করিলে, পরকালে অসহ্য দোজখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আমরা তাঁহার পবিত্র বাণীর সত্যতা ও ফল সঠিক প্রাপ্ত হইয়াছি। অধিকন্তু তোমরাও তাহা পাইয়াছ।" ইহা শুনিয়া দোজখীরা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া, আক্ষেপ করিবে। তৎপর দোজখের জানালা বন্ধ হইয়া যাইবে।

বেহেস্তিগণ বেহেস্তে অপরিসীম সুখে থাকিয়া, তাহাদের সন্তান ও আত্মীয় বান্ধবগণকে নিকটে পাইতে আগ্রহান্বিত হইবেন। ফেরেস্তাগণ বলিবেন, "উহারা স্ব স্ব কার্য্যানুরূপ স্থানে আছে; অন্যত্র যাওয়ার আদেশ নাই।" তাহা শুনিয়া, বেহেস্তিগণ আল্লাহতালার সমীপে প্রার্থনা করিবেন যে, "আমরা সাংসারিক সম্পদ বিপদে নিজ নিজ সন্তান ও আত্মীয় বান্ধব-দিগকে নিকটে রাখিয়া নিজকে সুখী মনে করিতাম। আজ

এই পরম সুখের দিনে তাহাদের বিচ্ছেদ-যাতনা কিরূপে সহ্য করিব। তাহাদের অভাবে আমাদের এই সুখ, সুখ বলিয়া বোধ হইতেছে না।" অনন্তর আল্লাহতালার আদেশে, তাহাই হইবে।

যাহারা হজরত নবি করিমের উপর মোহব্বত রাখিয়া তাঁহার ছুন্নত তরিকা ইত্যাদি অতীব পছন্দ ও আগ্রহের সহিত পালন করেন, তাহারা পরকালে তাঁহার সুপারিশে, স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ স্থান হইতেও উচ্চ এবং সুখময় স্থানে উন্নীত হইবেন।

লোক সকল বেহেস্ত এবং দোজখে চলিয়া গেলে, আদেশ হইবে, "বেহেস্তের মেহমানগণ, তোমরা বেহেস্তের পার্শ্বে এবং দোজখিগণ, তোমরা দোজখের পার্শ্বে গমন কর।" তাহা শুনিয়া বেহেস্তিগণ মনে করিবেন, "আল্লাহতালা বলিয়াছেন' আমরা সর্ব্বদাই বেহেস্তে থাকিতে পারিব; এইক্ষণ পার্শ্বে যাওয়ার আদেশের কারণ কি?" দোজখীরা বুঝিবা তাহাদের মুক্তি নিকটবর্ত্তী হইল, এই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি পার্শ্বে আসিবে। সমস্ত লোক উক্ত আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলে, 'মওত' কে যে কোন জন্তুর আকৃতিতে বেহেস্ত ও দোজখের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দণ্ডায়মান করাইয়া, সকলকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, "তোমরা কি ইহাকে চেন? 'মওত'কে যে একবার দেখিয়াছে, সে কি তাহাকে আর ভুলিতে পারে! অতএব সকলেই উত্তর করিবে "হাঁ, নিশ্চয়ই এই সেই নিদারুণ মওত।

অতঃপর মওতকে জবহ (হত্যা) করা হইবে। এবং বেহেস্তীদের প্রতি আদেশ হইবে, "তোমরা অনন্তকাল পরম সুখে বেহেস্তে থাক"। এই সংবাদে তাহাদের সুখের সীমা থাকিবেনা। দোজখীদের প্রতি আদেশ হইবে, "তোমরা অনন্তকাল দোজখে শাস্তি ভোগ করিতে থাক।"

অনন্তকালের জন্য দোজখের দ্বার সুদৃঢ় ভাবে বন্ধ হইয়া গেলে তাহা হইতে দোজখীদের বাহির হইবার আশাও চিরতরে দূর হইয়া যাইবে।

বেহেস্তের বর্ণনা বা প্রশংসা করা মানবের ক্ষমতা বহির্ভূত। উহার দৃশ্য কল্পনাতীত সৌন্দর্য্যে ভরা। উহার সাজ সরঞ্জাম, ফল ফুল, আব হাওয়া, পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্য পানীয় ও সুখ শান্তি অভাবনীয় ও অনুপম। তথায় রোগ, শোক, বার্দ্ধক্য, দুর্ব্বলতা ও মৃত্যু ইত্যাদি কিছুই নাই। শারীরিক সৌন্দর্য্য ও যৌবন তথায় চিরসহচর। সকলেরই দেহ হজরত আদমের ন্যায় ৬০ হস্ত দীর্ঘ হইবে। বেহেস্তে কাহারও মল, মূত্র ও থুথু প্রভৃতি ত্যাগের এবং শয়নের আবশ্যকতা হইবেনা। যতই খাইবে, ততই পরিপাক হইয়া যাইবে। পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবে। কাহারও হৃদয়ে হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি থাকিবেনা। খানা কাবা, হজরতের রওজা মোবারক ও তৎসংলগ্ন মছজিদের মধ্যবর্ত্তী স্থান, 'তুর' পর্ব্বত ও বয়তোল মোকাদ্দছের মাঠ এই সকল স্থান বেহেস্তে উপযুক্ত স্থানে স্থিত হইবে।

## আল্লাহতালার দিদার বা দর্শন।

দুনিয়াতে কেহই আল্লাহতালাকে দেখিতে পাইবে না। তবে নেক লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ হৃদয় চক্ষে তাঁহার নূরের জ্যোতিঃ দেখিতে পারেন। হজরত নবি করিম (ছঃ) মাত্র 'মেরাজে' তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। 'মেরাজ' দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে; উহা আখেরাত বা পরকালের মধ্যেই গণ্য। বেহেস্তবাসিগণ বেহেস্তে আল্লাহতালার দিদার পাইবেন। কেহ সারা বৎসরে একবার, কেহ মাত্র প্রতি শুক্রবারে, কেহবা দিনে দুইবার করিয়া

সেবকের মত সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে উপস্থিত থাকিবেন। আল্লাহ্‌ তালা নিরাকার; সুতরাং তাঁহাকে কিভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা বর্ণনা করা মানব ক্ষমতার বহির্ভূত।

বেহেস্তের উপরে এবং পবিত্র আর্শের নিম্নে সুবিশাল এক মাঠ আছে। উহা নূর ও মণি-মুক্তাদি নির্ম্মিত সুসজ্জিত নানা জাতীয় কুরছি দ্বারা সুশোভিত থাকিবে। দর্শকগণ উক্ত স্থানে উপনীত হইয়া স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে উহাতে আসন গ্রহণ করিবেন। যাঁহাদের জন্য কুরছি থাকিবে না, তাঁহারা মেস্ক ও আম্বর গঠিত উচ্চ উচ্চ স্থানে উপবেশন করিবেন; প্রত্যেকেই স্ব স্ব গৃহীত আসনে উপবিষ্ট হইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন। আসনের তারতম্যের বিষয় কিছুই তাঁহাদের মনে আসিবে না। সকলেই আসন গ্রহণ করিলে, এক প্রকার সুখাবহ বায়ু প্রবাহিত হইয়া, তাঁহাদিগকে সুগন্ধে বিমোহিত করিয়া দিবে। তৎপর আল্লাহ্‌তালার নূরের অত্যুজ্জ্বল তজল্লি বা জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইবে। ইহা সকলেই দেখিতে পাইবেন। দর্শকগণ তখন আল্লাহতালাকে এই রূপ নিজ ২ নিকটে অনুভব করিবেন যে, তাঁহার সহিত নীরবে আলাপ করিলেও উহা অন্য কেহ জানিতে পারিবেন না। এই সময় উহাদের মধ্যে উত্তম ২ খাদ্য ও পানীয় বিতরণ করা হইবে। কিন্তু সকলেই আল্লাহতালার দিদারে বিমুগ্ধ থাকিয়া খাদ্যপানীয়ের বিষয় ভুলিয়া যাইবেন।

তাঁহারা ঐ স্থান হইতে প্রস্থানের সময় পথি মধ্যে একটী মনোরম বাজার দেখিতে পাইবেন। তথায় এই রূপ মনোহর দ্রব্য সকল দেখিতে পাইবেন যে, যাহা কখনও দেখেন নাই। ঐ সকল বস্তুর যিনি যাহা চাহিবেন, তিনি তাহাই পাইয়া বেহেস্তে স্ব স্ব স্থানে গমন করিবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

এছ্‌লাম ধর্ম্মের কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হওয়া এবং তৎসমুদয়ের উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করা মোছলমান মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

আল্লাহ তালা এক এবং অদ্বিতীয়; কেহই তাঁহার অংশী নাই; তাঁহার কোন উজির বা নাজিরও নাই। তিনি নিরাকার এবং একমাত্র উপাসনার যোগ্য। কেহই তাঁহাকে সৃষ্টি করে নাই; বস্তুতঃ তিনিই ইহ ও পরকালের সমস্তের সৃষ্টি কর্ত্তা। তিনি ব্যতীত আর কিছুই চিরস্থায়ী নহে। পৃথিবীতে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। পুণ্যবান বা নেক্‌কারগণ পরকালে বেহেস্তে তাঁহাকে কোন ভাবে দেখিতে পাইবেন।

ফেরেস্তাগণের শরীর নূর দ্বারা সৃষ্ট। তাঁহারা পুরুষও নহেন স্ত্রীও নহেন। তাঁহারা কিছুই পানাহার করেন না। কেবল আল্লাহতালার এবাদতে ও আদেশ পালনে আজীবন নিযুক্ত রহিয়াছেন।

জিন, পরি, দেও, ভূত আগুনের সৃষ্ট। মানুষের ন্যায় ইহাদেরও সন্তানাদি জন্মে ও মৃত্যু ঘটে। ইহাদের মধ্যে নেক্‌কার ও বদ্‌কার উভয়ই আছে। ইহাদের বদকারগণের নেতা বা প্রধান ব্যক্তির নাম ইব্‌লিছ শয়তান।

মানব জাতির মধ্যে আল্লাহ তালা সর্ব্বাগ্রে আমাদের আদি পিতা হজরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই প্রথম পয়গাম্বর। তৎপর অনেক পয়গাম্বর অতীত হইয়া গিয়াছেন। আমাদের হজরত রছুল করিম (ছঃ) সকলের শেষ পয়গাম্বর। তাঁহার পর আর কেহই পয়গাম্বর হইবেনা। একমাত্র এছ্‌লামই আল্লাহতালার আদিষ্ট সত্য এবং সনাতন ধর্ম্ম।

সমস্ত জগৎ এবং ইহাতে যে সকল পদার্থ আছে, সমস্তই আল্লাহতালার আদেশে ধ্বংস হইয়া যাইবে। তৎপর পুনরায় সমস্ত ফেরেস্তা, লোক, আছমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সৃষ্টি করা হইবে। লোক সকলের পার্থিব কর্ম্মের বিচার হইবে। যাঁহারা আল্লাহ্তালার আদেশ মান্য করিয়া তদনুসারে ভাল কাজ করেন, পরকালে তাঁহারা বেহেস্তে পরম সুখে বাস করিবেন; এবং যাহারা তাঁহার আদেশ অমান্য করে, পর কালে তাহারা দোজখে উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করিবে।

মৃত্যুর পর মনকির নকির নামক দুই ফেরেস্তা কবরে উপস্থিত হইয়া, প্রশ্ন করে, "তোমার স্রষ্টা কে? কাহার এবাদত করিয়াছ? এ লোকটী কে? তোমার ধর্ম্ম কি?" উত্তর দিতে হয়, "আল্লাহতালাই আমার সৃষ্টি কর্ত্তা; তাঁহারই এবাদত করিয়াছি; ইনি আমাদের পয়গাম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ); এছ্লামই আমার ধর্ম্ম।" উক্তরূপ উত্তর দিতে পারিলে, ভাল স্থান পাইয়া সুখে থাকিতে পারা যায়; নচেৎ নানা প্রকার শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

মোছলমান মাত্রেকেই আল্লাহতালার পরম প্রিয় হজরতের তরিকামত চলিতেই হইবে। বিশেষ ওজর ব্যতীত কোন অবস্থাতেই নামাজ রোজা ইত্যাদি মাপ নাই।

এছ্লামের মূল কর্ম্ম পাঁচটী: (১) আন্তরিক বিশ্বাস করিতে হয় যে, আল্লাহ তালা এক, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ) তাঁহার প্রেরিত পুরুষ; (২) নামাজ পড়া; (৩) রমজানের রোজা রাখা; এবং অর্থ সামর্থ্য ও মাল থাকিলে, (৪) হজ করা ও (৫) জাকাত দেওয়া।

মোমেন বা ইমানদারগণ পরকালে বেহেস্তে স্থান পাইবেন, এবং মোশ্রেক ও কাফেরগণ বেহেস্তে স্থান পাইবে না; তাহারা চিরকাল কেবল দোজখেই থাকি

মৃত্যুকালে মরণ কষ্ট আরম্ভ হইলে, তখন কেহ তওবা করিলে, তাহা কবুল হয় না।

গুণাহ দুই প্রকার; যথা,—(১) ছগিরা গুণাহ বা সামান্য পাপ; (২) কবিরা গুণাহ বা মহা পাপ। নিম্নে কতিপয় কবিরা গুণাহজনক কার্য্য উল্লেখ করা গেল:—

মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, সত্য গোপন করা, বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে ফরজ নামাজ না পড়া, জেনা করা, চুরি করা, বলপূর্ব্বক পর দ্রব্য আত্মসাৎ করা, পিতামাতার অবাধ্যে চলা, পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া, স্ত্রীলোকের স্বামী সেবা না করা, কোন মোছলমানকে গালি দেওয়া, অন্যের প্রতি জেনা করার মিথ্যা দোষারোপ করা, অন্যের গিবত বা কুৎসা রটনা করা, আমানতে খেয়ানত করা, ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, ঘুষ খাওয়া, সুদ খাওয়া, কুল মর্য্যাদার গৌরব করা, বিক্রির সময় ওজনে কম মাপা, নৃত্য-গীত-বাদ্য করা বা দেখা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা, কোরাণ শরিফ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া, রিয়া বা লোক দিগকে দেখাইবার জন্য কোন কাজ করা, এতিমের মাল আত্মসাৎ করা, ছগিরা বা সামান্য গুণাহ বারংবার করা, বিনা কারণে বা সামান্য কারণে কাহাকেও হত্যা করা, সরাব পান করা, মোছলমানের প্রতি খারাপ ধারণা করা, শূকরের মাংস ভক্ষণ করা, জুয়া খেলা, যাদু করা ইত্যাদি।

اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و اله و اصحابه
الف الف مرة * ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا
و ترحمنا لنكونن من الخاسرين * اللهم اغفرلى ولوالدى
ولمن توالد ولجميع امة سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم

# পরিশিষ্ট।

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ তালা ইহকাল, পরকাল, মানব, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। তন্মধ্যে মানবকেই জ্ঞান বা বুদ্ধিতে অন্যান্য জীব-জন্তু অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। আবার তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিবার জন্য, তাহাদের মধ্য হইতে কতক নির্ম্মল চরিত্র জ্ঞানবান্ মহাপুরুষদিগকে রছুল, নবি বা পয়গাম্বর করিয়াছিলেন। এই পয়গাম্বরগণের সংখ্যা দুই লক্ষ (কোন কোন মতে এক লক্ষ) চব্বিশ হাজার। কোন কোন পয়গাম্বরের নিকট কেতাব অবতীর্ণ হইয়াছিল। সমস্ত কেতাবের মোট সংখ্যা ১০৪ খানা। তন্মধ্যে ছোট ছোট ১০ খানা হজরত আদমের, ৫০ খানা হজরত শিস্ নবির, ৩০ খানা হজরত ইদ্রিচ নবির, ১০ খানা হজরত ইব্রাহিম নবির এবং অবশিষ্ট বড় বড় ৪ খানা কেতাব চারি জন মহাপুরুষের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল; অর্থাৎ হজরত মুছা (আঃ) প্রতি তওরাত, হজরত দাউদ (আঃ) প্রতি জব্বুর, হজরত ইছা (আঃ) প্রতি ইঞ্জিল এবং আমাদের প্রিয় নবি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ) প্রতি কোরাণ নামক পবিত্র কেতাব অবতীর্ণ হইয়াছে।

উপরোক্ত তওরাত্ ও জব্বুর কেতাবদ্বয়ের বিষয়গুলি প্রায় একরূপই ছিল। উহার পর হজরত ইছা (আঃ) প্রতি ইঞ্জিল কেতাব অবতীর্ণ হয়। এই কেতাবে তওরাতের কঠিন কঠিন বিধানগুলি ছিলনা।

যে সকল লোক হজরত ইছা (আঃ) কে পয়গাম্বর বলিয়া মান্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে ইছাই বা নাছারা বলে। আর যাহারা তাঁহাকে পয়গাম্বর স্বীকার করে নাই, তাহারা এহুদী নামে পরিচিত।

আমাদের হজরত নবি করিম (ছঃ), তাঁহার হিজ্‌রৎ বা মক্কা শরিফ ত্যাগ পূর্ব্বক মদিনায় অবস্থান করা ও তাঁহার প্রধান আছহাব বা খলিফা ৪ জন সম্বন্ধে তওরাত ও ইঞ্জিল কেতাবে স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে। হজরত ওমর (রাঃ) যখন বায়তোল-মোকাদ্দছ গমন করিয়াছিলেন

তখন নাছারা ও এহুদি পাদ্রিগণ তাহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থের বর্ণনানুসারে এই ২য় খলিফাকে চিনিতে পারিয়া বলিয়াছিল, "সত্যসত্যই এই মহাপুরুষের বিষয় আমাদের কেতাবে উল্লেখ আছে।" অতঃপর তাহারা হজরত ওমরের প্রবেশের জন্য নগরের দ্বার খুলিয়া দিয়া সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

তৎকালীন নানাপ্রকার দুর্ঘটনা দ্বারা আসল তওরাত্, জব্বুর এবং ইঞ্জিল কেতাবগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অধুনা ঐগুলির চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট নাই বলিলেই চলে। বোখ্ত-নছর বাদ্শাহ এহুদীদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদের অসংখ্য লোক নিহত এবং অনুসন্ধানের পর সমস্ত তওরাত ও জব্বুর কেতাব দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। বয়তোল-মোকাদ্দছে রক্ষিত অবশিষ্ট তওরাত কেতাব খানিও পরে পোড়াইয়া দেয়। অতঃপর লোকের যাহা যাহা স্মরণ ছিল, তৎসমুদয় একত্র করতঃ তৎসঙ্গে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী গল্পাদি সন্নিবেশিত করিয়া, তওরাত নামক যে এক খানি কেতাব প্রস্তুত করা হয় তাহাও অবশেষে বিনষ্ট করা হয়।

এহুদিগণ হজরত ইছা (আঃ) কে বন্দী করিয়া, সমস্ত ইঞ্জিল কেতাব পোড়াইয়া দিয়াছিল। অতঃপর লোকের যাহা যাহা স্মরণ ছিল, তৎসমুদয় একত্র করতঃ তৎসঙ্গে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী গল্পাদি সন্নিবেশিত করিয়া, ইঞ্জিল নামে যে কেতাব খানি প্রস্তুত করা হয়, তাহাও অবশেষে বিনষ্ট করা হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান সময় আসল তওরাত্, জব্বুর ও ইঞ্জিলের নাম মাত্রও নাই। সমস্তই পাদ্রিগণ বিনষ্ট করিয়া, তাহাদের ইচ্ছানুসারে হজরত মুছা ও ইছা নবীর অবস্থা এবং কিছু কিছু উপদেশ সন্নিবেশিত করিয়া, ইতিহাসাকারে তওরাত এবং ইঞ্জিল কেতাব প্রস্তুত করা হইয়াছে।

**এহুদী ও নাছারাগণ**, তোমরা কেতাবী। তোমাদের পয়গাম্বরের প্রতি যে কেতাব অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা তোমরা বিনষ্ট করিয়া দিয়াছ। হজরত ইছা (আঃ) বলিয়াছিলেন, "আমি তওরাত্ কে উঠাইয়া দিতে প্রেরিত হই নাই; বস্তুতঃ উহাকে সম্পূর্ণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছি।" তাঁহার এই কথাটীও তোমরা মান্য করিলে না।

**এহুদিগণ**, তোমরা হজরত ইছা নবি কে পয়গাম্বর স্বীকার

**নাছারাগণ**, তোমরা আসল ইঞ্জিল বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ। যদি তাহার আসলটী বাহির করিয়া পাঠ করিতে পারিতে, তবে দেখিতে পাইতে তোমাদের পয়গাম্বর ইছা ( আঃ ) কি বলিয়া গিয়াছেন। মর্‌ইয়ামের পুত্র ইছা নবি বলিয়াছেন, "হে ইছরাইলের বংশধরগণ, আল্লাহতালা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, আমি তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছি। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী তওরাত্ নামক কেতাবে বর্ণিত বিষয়গুলি আমি বিশ্বাস ও সমর্থন করিতেছি; **এবং একটী সুসংবাদ লইয়া আসিয়াছি যে, আমার পরে আল্লাহ তালা কর্ত্তৃক এক ব্যক্তি প্রেরিত হইবেন, যাঁহার পবিত্র নাম হইবে 'আহ্‌মদ' (.ছঃ)।"**

قال الله تعالى : و إذ قال عيسى بن مريم يا بنى اسرائيل
انى رسول. إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة
و مبشرا برسول يأتى من بعدى إسمه أحمد •

**এহুদী ও নাছারাগণ**, তোমরা বাস্তবিকই যদি তোমাদের পয়গাম্বরের ওম্মত বলিয়া দাবী কর এবং তওরাত্ ও ইঞ্জিল কে নিজেদের ধর্ম্ম গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে নিজ নিজ পয়গাম্বরগণের প্রকৃত উপদেশ ও আসল কেতাবের বিষয়গুলি অতি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং চিন্তা কর, তাহা হইলে নিশ্চিত দেখিতে পাইবে আমাদের পরম প্রিয় শেষ নবির এছ্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিবার আদেশ ও উপদেশ উহাতে লিখিত আছে।

মহিমময় আল্লাহতালার মহিমা বুঝিয়া উঠা দায়। তিনি তাঁহার শেষ পবিত্রবাণী বা কোরাণ শরিফ অবতরণ করিয়া পুর্ব্বাবতীর্ণ কেতাব সকল রদ ( বাতেল ) করিয়া দিয়াছেন। সাবেক কেতাবগুলি বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইল; তিনি দয়াবশে কোরাণ শরিফ রূপে তাঁহার শেষ বাণী অবতীর্ণ ও চিরস্থায়ী করিলেন। ইহাকে কেহই ধ্বংস করিতে পারিবে না। আল্লাহতালা সেই পবিত্র কোরাণ শরিফেই উল্লেখ করিয়াছেন, "আমি কোরাণ অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই তাহা রক্ষা করিব।"

পূর্ব্বাবতীর্ণ কেতাবগুলি কেহই কণ্ঠস্থ করে নাই। কিন্তু কোরাণ শরিফ বরাবরই হাফেজ-কোরানগণ দ্বারা কণ্ঠস্থ হইয়া আসিতেছে। যতদিন এই পৃথিবীতে মোছলমান বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন কোরান শরিফও বর্ত্তমান থাকিবে। পয়গাম্বর সকল আল্লাহতালারই প্রেরিত। অতএব তাঁহাদের যিনি যখন অবতীর্ণ হইয়া, যেই আদেশ ও উপদেশ দিয়াছেন, তৎসাময়িক লোকের তদনুসারে কাজ করাই কর্ত্তব্য। এখন শেষ নবির সময়। অতএব আল্লাহতালার শেষ প্রেরিত সেই পেয়ারা নবি ও তৎপ্রচারিত এছলামই অধুনাতন একমাত্র নির্দ্দোষ সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণীয়। আল্লাহতালা বলিয়াছেন, এছলামই বাস্তবিক আল্লাহতালার আদিষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি এছলাম ভিন্ন অন্য কিছুকে ধর্ম্ম বলিয়া তাহার অনুসরণ করে, উহা কখনই আল্লাহতালার নিকট গ্রাহ্য হইবে না; এবং সেই ব্যক্তি পরকালে নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ان الدين عند الله الاسلام - و من يتبع غير الاسلام دينا
فلن يقبل منه - و هو في الاخرة من الخاسرين *

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহতালাকে এক বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ) কে পয়গাম্বর বলিয়া মান্য ও তাঁহার এছলাম ধর্ম্মানুসারে কাজ না করে, তবে তাহার প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহতালাকে এক বলিয়া বিশ্বাস করা হইল না।

তোমাদের প্রিয় নবি হজরত ইছা (আঃ) ও আবার পৃথিবীতে অবতরণ পূর্ব্বক এছলাম ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবেন। তিনি এহুদী বংশীয় নর পিশাচ পাষণ্ড দজ্জাল কে স্বহস্তে নিধন, সরাব ও শূকরের মাংস ভক্ষণ নিবারণ এবং তোমাদের উপাস্য 'ছলিবের' বিনাশ সাধন করিবেন। গির্জ্জা ধ্বংস করিয়া মছজিদে পরিণত করিবেন। তর্কবিতর্ক অনেক করিয়াছ; আর অনর্থক তাহা করিয়া স্বীয় মূল্যবান জীবন নষ্ট করিও না।

আল্লাহ তালা বলিয়াছেন : الله يحكم بينكم يوم القيامة

"আল্লাহতালা শেষ বিচারের দিন, এই তর্ক বিতর্কের বিষয় মীমাংসা করিয়া দিবেন।" উক্ত বাক্যটী দ্বারা আল্লাহ তালা

সাবধান করিয়া দিতেছেন না? আল্লাহতালাকে ভয় কর। মৃত্যুর পর মহাসঙ্কটময় শেষ বিচারের দিন আল্লাহতালার নিকট উপস্থিত হইয়া পয়গাম্বর গণের সম্মুখে যে নিজ নিজ কৃত কর্ম্মের হিসাব দিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া পরকালের ছামান করিয়া লও।

এহুদি ও নাছারাদের শাস্তির জন্য আল্লাহতালা দোজখের যথাক্রমে ২য় ও ৩য় স্তর নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

**হিন্দুগণ, পৌত্তলিকগণ,** আল্লাহ তালা এক; অতএব তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মও এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। একমাত্র এছলামই তাঁহার সেই আদিষ্ট ধর্ম্ম।

সচ্চরিত্রতা ও এবাদত বন্দেগীতে ইবলিছ এক সময় আল্লাহতালার বড়ই প্রিয় পাত্র ছিল। ফেরেস্তাগণও তাঁহাকে নেতাতুল্য মান্য করিত। এইরূপ সম্মানিত হইয়া কোন সময় খলিফা হইতে পারিবে বলিয়া ইবলিছের ধারণা জন্মিল। আল্লাহতালা আদমকে সৃষ্টি করিয়া খলিফারূপে জমিনে প্রেরণ করার ইচ্ছা ফেরেস্তাগণের নিকট প্রকাশ করিলে, জমিনে পুনরায় অশান্তি উপস্থিত হইবার আশঙ্কায় তাহাতে উহারা আপত্তি করেন। ইবলিছও নিজের খলিফা হওয়ার আশার মূলোচ্ছেদ হওয়ার ভয়ে উহাতে আপত্তি করে। কিন্তু ইচ্ছাময় আল্লাহ তালা যাহা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহাই করিলেন। তিনি হজরত আদমকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন পুর্ব্বক তাঁহাকে ছজদা করার জন্য ফেরেস্তাগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। ফেরেস্তাগণ নূরের তৈয়ারি হইলেও তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উক্ত আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। কিন্তু অগ্নির সৃষ্ট ইবলিছ অহঙ্কার বশে মাটির আদমকে ছজদা করিলনা। তাহাতে আল্লাহ তালা ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে চিরকালের তরে বেহেস্ত হইতে বিতাড়িত করিলেন। তদবধি তাহার নাম শয়তান হইল। তখন শয়তান এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল যে, যে আদমের জন্য তাহার এইরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হইল, সেই আদম ও তাঁহার বংশধরদিগকেও কুপথে পরিচালিত করতঃ বেহেস্ত হইতে বঞ্চিত ও দোজখ বাসের উপযুক্ত করিতেই হইবে। অতঃপর একদা সে হজরত

তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, আল্লাহ তালা হজরত আদমকে বেহেস্ত হইতে নির্গত করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি শয়তানের কার্য্য সিদ্ধির পথ আরও প্রশস্ত হইয়া গেল।

মানব মাত্রই সেই আদি পিতা হজরত আদমের বংশধর। সুতরাং হিন্দুগণ, তোমরাও সেই সূত্রে দুর্দ্দান্ত শয়তানের চিরশত্রু। আদমের বংশধরগণের সর্ব্বনাশের জন্যই দুর্ব্বৃত্ত শয়তান, একমাত্র আল্লাহতালার উপাসনা ভুলাইয়া, তাহাদের দ্বারা চন্দ্র, সূর্য্য, গরু, বৃক্ষ ও পুতুল ইত্যাদি পূজার পথ আবিষ্কার করিয়া দিয়াছে। শয়তান জিন্ জাতীয়। জিন অর্থ দেও, পরী, শয়তান ও ভুত ইত্যাদি। তোমরা উহার পুরুষদিগকে দেব ও স্ত্রীদিগকে দেবী বা দেবতা নামে পূজা করিয়া থাক। অথচ স্রষ্টার উপাসনা না করিয়া, তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের উপাসনায় যে কিছুতেই মুক্তি নাই। শয়তানের প্ররোচনায় এই সাধারণ কথাটী পর্য্যন্ত চিন্তা করিবার অবসর পাইতেছ না।

আল্লাহ তালা পবিত্র কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন, "মানবগণ, যথার্থই আল্লাহ তালার প্রতিজ্ঞা অটল। তোমরা জীবন ও পৃথিবীর মায়ায় মগ্ন হইয়া, তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিও না। শয়তান যথার্থই তোমাদের পরম শত্রু। তোমরাও তাহাকে পরম শত্রু বলিয়া জ্ঞান কর। তোমরা এই মহাশত্রুর ছলনায় পড়িও না। শত্রুর প্রলোভনে বাধ্য হওয়া উচিত নহে। তাহার প্ররোচনায় পড়িয়া কুকর্ম্ম করিও না। পার্থিব মমতায় লিপ্ত থাকিও না। শয়তান যে অনন্ত কাল দোজখে মহা শাস্তি ভোগ করিবে, তাহা তাহার জানা আছে। কেবল তাহার দলবৃদ্ধি করিবার জন্যই সে তোমাদিগকেও সঙ্গী করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট আছে। কাফেরগণ বাস্তবিকই দোজখে অনন্তকাল মহা শাস্তি ভোগ করিবে।"

يا أيها الناس ان وعد الله حق - فلا تغرنكم الحيوة
الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور - ان الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا - إنما يدعو حزبه ليكونوا من اصحب السعير

আল্লাহতালা বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহতালাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও পূজা করে; আল্লাহতালা সেই ব্যক্তির জন্য বেহেস্ত বা স্বর্গ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন ; দোজখ বা নরকই তাহার বাসস্থান হইবে।

من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار

মোশরেক ও পৌত্তলিকদের শাস্তির জন্য আল্লাহতালা দোজখের ৬ষ্ঠ স্তর নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

আল্লাহতালা কালে কালে মানব বংশ হইতে কতিপয় চরিত্রবান জ্ঞানী লোককে পয়গাম্বর রূপে প্রেরণ করিয়া, লোকদিগকে সুপথ ও কুপথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার শেষ প্রেরিত পুরুষের নাম্ হজরত **মোহাম্মদ মোস্তফা** (ছঃ)। আমরা তাঁহাকে পয়গাম্বর মান্য করতঃ তাঁহারই অনুসরণ করিতেছি। ভাই হিন্দুগণ, তোমরা কেন আল্লাহতালার আদিষ্ট ধর্ম্ম অনুসন্ধান কর না? অনুসন্ধান্ কর; গভীর ভাবে চিন্তা কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, এছলামই আল্লাহতালার আদিষ্ট একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, ও হজরত রছুল করিমই আল্লাহতালার শেষ প্রেরিত পুরুষ, এবং পবিত্র কোরাণ শরিফই তাঁহার শেষ বাণী।" অতএব গভীর মনোনিবেশ সহকারে উহা পাঠ কর এবং তন্ময় চিত্তে তাহার আভ্যন্তরীন সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর। সময়োপযোগী আল্লাহতালার শেষ আইন মান্য কর।

আল্লাহতালা সেই পবিত্র কোরানে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে না, আমার উপসনায় বিরত ও আমার শেষবাণী কোরান শরিফ বিশ্বাস করে না, আমি শেষ বিচারের দিন, সেই ঘোর সঙ্কটময় দিন, তাহাকে অন্ধ করিয়া পুনরুত্থিত করিব। সেই ব্যক্তি তখন বলিবে, দুনিয়াতে আমার চক্ষু ছিল, আজ এই মহা সঙ্কটের দিনে আমি কেন অন্ধ হইলাম? উত্তর হইবে, তোমার চক্ষু ছিল বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমার কোরান পাঠ কর নাই, উহার মর্ম্ম মত কাজ কর নাই, আমাকে ভুলিয়া রহিয়াছিলে, আমিও আজ তোমাকে ভুলিয়া রহিলাম; তোমার প্রতি চাহিব না; দোজখে পতিত হইয়া মহাশাস্তি ভোগ কর। এই প্রকার যাহারা অতিরিক্ত করিয়াছে, আমাকে ব্যতীত অন্যকেও পূজা করিয়াছে,

করিয়াছে, তাহাদেরও দুরবস্থা ঘটিবে; দোজখে পড়িয়া অনন্তকাল মহাশাস্তি ভোগ করিবে।

ونحشره يوم القيامة أعمى - قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا - قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى - وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه - ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

আল্লাহ তালা বলিয়াছেন, "তোমরা কি মনে করিয়াছ, যে আমি খেল-তামাসা স্বরূপ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা কেয়ামতের দিন, শেষ বিচারের সময়, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে না? কখনই ঐরূপ মনে করিও না। নিশ্চয়ই তোমরা শেষ বিচারের দিন আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বকৃত কর্ম্মের হিসাব দিবে।"

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون *

আল্লাহতালা বলিয়াছেন, "মানবগণ, তোমরা সর্ব্বদাই আল্লাহতালার নিকটে ঠেকা আছ। আল্লাহতালা তোমাদের নিকট কোন বিষয়েই ঠেকা নাই। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, তিনি প্রশংসনীয়। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে বিনাশ করিয়া, অন্য সৃষ্টি সৃজন করিতে পারেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কখনই কঠিন বা অসম্ভব নহে।"

يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله - والله هو الغني الحميد - إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد - وما ذلك على الله بعزيز *

অতএব কুপ্রথাদি ত্যাগ কর, সেই এক মাত্র আল্লাহতালাকেই পূজা কর। তাঁহার একমাত্র সনাতন এছলাম ধর্ম্মই সাদরে গ্রহণ কর; কুপথে চলিয়া এযাবৎ পাপ যাহা করিয়াছ, তিনি তাহা ক্ষমা করিয়া লইবেন। আল্লাহতালা বলিয়াছেন, "যদি কোন ব্যক্তি পাপ কার্য্য করে, তাহা ত্যাগ করিয়া আল্লাহতালার নিকট ক্ষমা চাহিলে, আল্লাহতালা সেই ব্যক্তির পাপ মার্জ্জনা করেন।"

ভাই মোছলমান, ধন্য তুমি! সার্থক তোমার জন্ম! মোছলমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিয়া, আল্লাহতায়ালার সমীপে শত সহস্র শোকর কর। তুমি আল্লাহতালার পেয়ারা নবির পেয়ারা ওম্মত। ঐ দেখ তোমার জন্য, অপার্থিব সুখ-সৌন্দর্য্যের লীলাস্থান বেহেস্ত প্রস্তুত রহিয়াছে। তথায় কত অগণিত অলৌকিক সুখ সামগ্রী তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অতএব খাটী মোছলমান হও, ইমান দৃঢ় কর, নামাজ পড়, রোজা রাখ, হজ্জ কর, জাকাৎ দাও, সত্য ধর্ম্ম রক্ষায় অগ্রসর হও, খলিফার সাহায্য কর। কোরাণ শরিফে আল্লাহতালার ও হাদিছে হজরতের পবিত্র বাণী পাঠ কর, পুনঃ পুনঃ মনোযোগ সহকারে পাঠ কর, গভীর ভাবে চিন্তা কর। রোজ হাশরের ছামান তৈয়ার কর, শেষ বিচারের দিনের জন্য উত্তর তৈয়ার কর, সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া যাও। জীবন কয় দিনের? অতএব উহা হেলায় খেলায় কাটাইও না। পরকাল হয়ত চির-দুঃখে, না হয় চির-সুখে কাটাইতে হইবে। তথায় নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত প্রভৃতির পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে বিচার হইবে। প্রাণান্তেও পাপ পথে শরিয়ৎ বিরুদ্ধ কার্য্যে পদবিক্ষেপ করিও না।

ভাই ইংরেজী শিক্ষাভিমানী যুবকবৃন্দ, তোমরা শিক্ষিত সভ্য বলিয়া গৌরব করিয়া থাক! সে ভাল কথা! ইংরেজী শিক্ষা করা নিষিদ্ধ নহে বটে কিন্তু তোমাদের কার্য্য ব্যবহার যেন কেমন কৈমন বোধ হয়! সরকারী চাকরি করিলে, মোল্লাদের অনুসরণ ও মোছলমানী বেশ ভূষা পরিধান করিতে নিষেধ আছে কি? ঐ যে দাঁড়ি মুণ্ডন! আহা! যে দাঁড়ি, পয়গাম্বর কুলাগ্রগণ্য আল্লাহতালার প্রিয় নবি হজরত রছুল করিম (ছঃ) পবিত্র জ্ঞানে নিজে রাখিয়া ছিলেন ও যাহা রাখা মোছলমানের জন্য অপরিহার্য্য ছুন্নত, তাহা রাখা তোমরা লজ্জা জনক মনে কর! একদিকে হজরতের ওম্মত বলিয়া দাবী কর, অন্যদিকে তাঁহার স্বকৃত কর্ম্ম বা ছুন্নতকে ঘৃণার চক্ষে দেখ! বলিহারি, তোমাদের দাবী! হজরতের সুপারিশ ভিন্ন হাশরের দিন মুক্তি নাই। তাঁহার ছুন্নত পালন না করিয়া, তাঁহার সুপারিশ পাইতে আশা কর কি? বৃথা সে আশা! কত উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষকে মোছলমানী পোষাক পরিধান করিতে

না কমিয়াছে? না তন্নিমিত্ত তাঁহাদের চাকরি গিয়াছে, বেতন কমিয়াছে, অথবা উন্নতি বন্ধ রহিয়াছে? আসলে তাহার কিছুই নহে। তোমরা যেন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, এছলামের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিয়া, হজরতকে নারাজ করিতেই কোমর বাঁধিয়াছ!' হায়, অধিক বলিতে লজ্জায় মাথা নত হইয়া আসে।

হজরত নবি করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন মোছলমান বিধর্ম্মীদের পোষাক পরিধান বা তাহাদের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করে, হাশরের দিন সেই ব্যক্তি উক্ত বিধর্ম্মীদের দলভুক্ত হইয়া তাহাদের ন্যায় শাস্তি ভোগ করিবে। من تشبه بقوم فهو منه

অতএব ভাই মোছলমান, খাটী মোছলমান হও। বাহ্যিক ও আন্তরিক সম্পূর্ণরূপে হজরতের অনুসরণ কর। তাঁহার ছুন্নত বা ব্যবহার প্রথাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাস। শিয়া বা লামোজহাবী এ সমস্ত কিছুই নহে। যাঁহারা হজরতের ছুন্নত অনুযায়ী কার্য্য করিবে, তাঁহারা ছুন্নী। অতএব সকলই ছুন্নী বা খাটী মোছলমান হও।

আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন, "আয় আমার পেয়ারা নবি, আপনার ওম্মতদিগকে বলিয়াদিন, যদি তাহারা আমাকে ভালবাসে, তবে যেন সম্পূর্ণরূপে আপনার অনুসরণ করে। তাহা হইলে, আমিও তাহাদিগকে ভালবাসিব, আদর করিব এবং তাহাদের অপরাধ মাপ করিয়া দিব।"

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم (اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي و مالي و اهلي)

---

লিখিতে লিখিতে এই প্রলয় বারতা,
মনের আবেগ ভরে রূঢ় ভাবে তোমাদেরে
বলেছি যদিও কিছু, ক্ষমিও সে কথা।
পরিশেষে এ প্রার্থনা, হাশর মাঝার
লভি নবি-পদাশ্রয় হয় যেন পাপক্ষয়
আর যেন পাই সবে দিদার আল্লার;
যা'ভিন্ন জীবন-জন্ম সকলি অসার।

حسن پر اپنے غروری مت کرا ے جانان من
چھوڑ کر ا کدن تو آخر قبر مین جانا بھی ہے

রূপ-সম্পদের গর্ব্ব কর কেন বল ?
অস্থায়ী সকলি, সুধু পার্থিব সম্বল ;
মনে রে'খ এক দিন ত্যজিয়া তা'সবে,
অবশেষে সকলেরি গোরে যে'তে হ'বে।

عزیزو عالم فانی سے جب اپنا گذر ہوگا
نکل اس ملک سے زیر زمین جنگل مین گھر ہوگا

ত্য'জে এই দু'দিনের নশ্বর ভুবন,
যখন যাইব মোরা, প্রিয় সখাগণ,
মৃত্তিকার নীচে ঘোর জঙ্গল মাঝারে,
হইবে বসতি, হায়, বহু কাল তরে।

اندھیرا تنگ وہ گھر ہے نہ تکیہ اور نہ بستر ہے
مکان وہ پر خطر ہوگا نہ آنگن اور نہ در ہوگا

কবর-গৃহটী, হায়, সঙ্কীর্ণ আঁধার,
বিছানা বালিশ নাই, নাহি দ্বার তার,
সখা-সাথী কিছু নাই, নাহিক উঠান,
স্মরিলে শিহরে দেহ সে ভীষণ স্থান !

نہ جانیں ہم کسیکو وان نہ کوئی ہمکو جانے ہے
نہیں پہچان مالک سے کہو کیونکر گذر ہوگا

তথাকার কেহ নহে মোসবার চেনা,
আমরা কে ? তাহারাও কেহই জানে না ;
পরিচয় নাহি তথা মনিবের সাথে,
কিভাবে গুজরান, হায়, হইবে তাহাতে।

مرا در منزل جانان چه امن و عیش چون هردم
جرس فریاد میدارد که بر بندید محملها

বাজিতেছে ঘণ্টা এই দিবস শর্ব্বরী,
বাঁধহে গাঁঠুরি পান্থ, বাঁধহে গাঁঠুরি ;
তবে আর কি প্রকারে এ পান্থ-শালায়,
হইবে আমোদ শান্তি হায়, হায়, হায়!

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل
کجا دانند حال ما سبکساران ساحلها

গভীর রজনী আর আঁধার ভীষণ,
প্রবল তরঙ্গাবর্ত্তে হ'তেছি মগন ;
দ্রুতগামী পার্শ্বচয় তীর দিয়ে যায়,
আমাদের দশা তারা কিবা জানে, হায়!

چه بندی دل درین دنیا که روزی چند مهمانی
که تا که مرگ پیش آید خوری آن دم پشیمانی

দু'দিনের তরে মন, হইয়া অতিথি
কেন রে আসক্ত এত দুনিয়ার প্রতি!
হঠাৎ যখন হ'বে মৃত্যু উপস্থিত,
তখন হ'তেই হ'বে অতীব লজ্জিত।

آنچه خوردی رزق موران آنچه بردی ملک خاک
آنچه داری حظ دشمن آنچه دادی مال تست

খাইয়াছ যাহা কিছু, খে'ল পিপড়ায় ;
সাথে নিবে যাহা কিছু, খা'বে মৃত্তিকায় ;
রেখে যা'বে যাহা কিছু, খা'বে শত্রুগণ ;
করিয়াছ দান যাহা, হইবে আপন।

اے بندہ کر تو بندگی دولت بڑی ہے زندگی
عصیاں سے ہو شرمندگی عاصی کا گھرتی النار ہے

জীবন দুর্লভ ধন্, পা'বেনা তা' আর,
অতএব কর মন, বন্দেগী আল্লার;
এখনি লজ্জিত হও নিজ পাপ স্মরে,
পাপীর আবাস হ'বে দোজখ ভিতরে।

ওরে রে অবোধ মন, দুর্লভ জীবন
হেলায় খেলায় তুমি কেটনা কখন।
আখেরের সুখ-প্রদ সামগ্রী সম্ভার,
সময় থাকিতে বলি করহে যোগাড়।
একে একে কৃত পাপ করিয়ে স্মরণ,
ক্ষমা চাও সকাতরে আল্লার সদন।
নতুবা হাশরে সেই সঙ্কট সময়,
হইবে লজ্জিত, ফল হ'বেনা উদয়।
যে'তে হ'বে অবশেষে দোজখ মাঝার,
ভুগিবে পাপের শাস্তি অনন্ত অপার।

## 'মোনাজাত'

হে আল্লাহ করুণাময় অগতির গতি,
অতি সুমহান্ তুমি, আমি হীন মতি।
আবশ্যক দ্রব্য আদি দিয়ে কত কত,
পালিছ আমাকে তুমি স্নেহে অবিরত।
তবু আমি অকৃতজ্ঞ কুলাঙ্গার নর,
বাড়া'তেছি অহরহ পাপের সাগর।
মনোযোগে এবাদত করিনি কখন,
হই নাই তবু তব নিগ্রহ ভাজন।

নাহি পুণ্য অণু মাত্র পাপে মতি ধায়,
আখেরে না-জানি, হায়, কি হবে উপায়।
ভাল মন্দ যাহা হই এই জানি সার,
অধম কুকুর কিন্তু দুয়ারে তোমার।
অডাকা কুকুর ব'লে তাড়া'ওনা হায়,
দাও হে আশ্রয়, ক্ষমা করগো আমায়।
যাইতেছি খালি হাতে তোমার দরবারে,
কেবা জিজ্ঞাসিবে হায়, তথায় আমারে।
না চাহি রাজত্ব আর না চাহি ফকিরি,
শুধু তব দ্বারে যেন পৌঁছিবারে পারি।
তব অনুরাগানল হৃদয়ে আমার
এতই বাড়া'য়ে দাও দয়ার পাথার,
যেন প্রতি লোম কূপ হইতে সতত,
তব মোহব্বত ধূম হয় বিনির্গত।
নূর নবি আর তাঁর সাথী, পরিজন,
খাতেরে, তরাও মোরে পতিত পাবন।
মরণ সময়ে আর কবরে হাসরে,
তরাইও দয়াময় সর্ব্বত্রে আমারে।
আত্মীয় বান্ধব মম আর পরিজন
নবিজি-ওম্মত সবে করিও মার্জ্জন।
ক্ষমার আধার তুমি দয়া পারাবার,
এ ভিন্ন ভরসা অন্য নাহি মম আর।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله
واصحابه اجمعين - الى يوم الدين •

BENGAL LIBRARY.
17 MAY 1922
WRITERS BUILDINGS,
CALCUTTA.

# Very Useful Approved Books by

**Maulana Abul Basher Md. Osman Ghani,**
*Head Maulavi, Govt. Moslem H. E. School, Dacca.*

1. সহজ আরবী শিক্ষা ॥/০

Arabic Made Easy.

***(Arabic Grammar-Reader, in Bengali).***

**For Classes VI—VIII of High Schools.**
**For Classes III—IV of Madrasahs.**

This book has been written on the line of the book, called, **"The Arabic Teacher"** of the same author.

বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে সহজে আরবী ভাষা শিক্ষা করিবার অতি উৎকৃষ্ট কেতাব।

2. **The Arabic Teacher.** *(Approved)* ***13 as.***
*For Classess VII—VIII of High Schools.*
*For Classes III—IV of Madrasahs.*

3. **Anglo-Arabic Translation & Re-Trans.** *(Approved)* ***9 as.***
*For Classes VI—X of High Schools.*
*For Classes III—IV of Madrasahs.*

4. **Anglo-Arabic Grammar.** *(Approved)* ***13 as.***
*For Classes VIII, IX, X of High Schools.*

5. **Anglo-Arabic Stories.** *(Approvad)* ***13 as.***
*For Classes VIII (as Reader), IX—X (Additional)*

6. **"NOTES"** on *Mirkatul Adab* (Arabic Reader I).
Meaning of words and translation in lucid ***English.*** ***4 as.***

7. কেয়ামতের বিবরণ ... ... |৶০

---

## *To be had of :—*

1. **Provincial Library, Victoria Park, Dacca.**

Orders may be sent with money to :—

2. **A. S. Ahmadur Rahman,**
***41, Kalta Bazar, Dacca.***